BHUTER SANGE YUDHHA O ANYANYA AKANKO

Subhankar Chakraborty

প্রকাশক

শাশ্বতী মোতায়েদ

বীথি মজুমদার

মোম

৪/২বি বিজয়গড়

কলকাতা-৭০০০৩২

প্রথম প্রকাশ

১লা বৈশাখ ১৩৯৭

মুদ্রাকর

মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন

কলিকাতা-৭০০ ০১২

সূচীপত্র

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পুরোবর্তী নেতা

শান্তিময় গুহর

স্মৃতির উদ্দেশে

ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ

চরিত্র

প্রভাস — বিভূতি

অনন্ত — ভূত

ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ

[প্রভাস প্রৌঢ়। বলিষ্ঠ চেহারা। প্রভাস ও বিভূতি দু'জন একত্র থাকে। সমবয়সী। বিভূতি প্রভাসের সঙ্গী, পরিচারক, বন্ধু। চেয়ারে বসে প্রভাস বই পড়ছে। ওষুধ, জলের গ্লাস ও জলের পাত্র নিয়ে বিভূতির প্রবেশ। সঙ্গে অনন্ত ঢোকে। বিভূতি অনন্তকে ইঙ্গিতে ঢুকতে নিষেধ করে। তাকে বাইরে রেখে একা ঢোকে। দেয়ালে দু'খানা বর্শা আড়াআড়ি করে রাখা। কয়েক খানা ছুরি রাখা।]

বিভূতি এই নাও ওষুধ গেলো। এলোপ্যাথ খেয়ে আর কাজ নেই— রোগই যখন ধরতে পারছে না। আমি অন্য একটা চিকিৎসা দেখেছি।

প্রভাস কী সেটা? হোমিওপ্যাথ? তা আপত্তি নেই। শুনছি হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা আজকাল ভালোই হচ্ছে।

বিভূতি না।

প্রভাস তবে কি কবিরেজী? ভালো কবিরেজ এখন আর পাবে কোথায়? একসময় ছিল, নাড়ি ধরে রোগ টেনে আনতো।

বিভূতি তাও না।

প্রভাস [বিস্মিত] তবে? হেকিমি করবে নাকি? নাকি ঝাড়ফুঁক?

বিভূতি তাও না।

প্রভাস দুনিয়ায় এছাড়া রোগের ডাক্তার হয় না।

বিভূতি তুমি আমাকে 'না' করো না প্রভাস, আমি বড়ো কোনো জ্যোতিষী দিয়ে তোমাকে একবার দেখাই, তোমার হাতটা একবার দেখে রোগটা বলুক।

প্রভাস মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

বিভূতি সে হোক। কি বলে শুনতে দোষকি? আমি তাকে একরকম

এনেই ফেলেছি। 'হস্তরেখা, ললাট রেখা, কুষ্ঠি বিচারে ওস্তাদ। খুব নাম ডাক—অনন্ত গুহ মুস্তাফি।

প্রভাস জ্যোতিষীতে আমার বিশ্বাস নাই। ওটা একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতো দুর্বল লোক ধরার ফাঁদ।

বিভূতি দেখো প্রভাস, জন্মমৃত্যু এই হাতের লেখা, কপালের লেখা। আমার একবার—

প্রভাস ওই তোমার দোষ বিভূতি, সব কিছু বিশ্বাস করো আর বিশ্বাস করে ঠকো।

বিভূতি তাতে তো তোমার কোনো লোকসান হয় না। তোমাকে একবার জ্যোতিষী দেখাব। যাই।

প্রভাস আলবাত্ না।

বিভূতি তবে তুমি দেখাবে না?

প্রভাস কক্ষণও না।

বিভূতি না?

প্রভাস আলবাত্ না।

বিভূতি তবে তোমার মরণ দেখার আগে ঐ ছুরি গলায় দিয়ে আমি মরবো।

[একটা ছুরি তুলে নিজের গলায় ধরে সরে দাঁড়ায়]

আমাকে চেনো, এক কথার মানুষ আমি, এক বাপের বেটা।

প্রভাস [হতচকিত] বিভূতি, শান দেওয়া ছুরি, একটু লাগলেই—

বিভূতি ছুরি কাড়তে এসো না—খুনের দায়ে পড়বে।

প্রভাস এই তোমার দোষ। সব সময় আমার ভালোমানুষির সুযোগ নিচ্ছ, তোমার ওপর আমার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছ।

বিভূতি দেখাবে কিনা বলো।

প্রভাস আনো তোমার জ্যোতিষী।

বিভূতি [খুশী হয়ে] রাগ করো না প্রভাস। একবার দেখাতে ক্ষতি কি? শাস্ত্রে বলে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। [বিভূতি ছুরি হাতে ধরেই উইংসের দিকে যায়। হাত বাড়িয়ে জ্যোতিষী অনন্ত গুহ মুস্তাফীকে টেনে মঞ্চে আনে।] একবার ভালো করে দেখে বলুন দেখি রোগটা সারে না কেন?

অনন্ত আগে আপনার ছুরিটা নামান। অমন ছুরির মুখে কি দেখতে কি দেখে বসবো। [ছুরি সমেত বিভূতির হাতটা নামিয়ে দেয়। হাত থেকে ছুরি তুলে নিয়ে টেবিলে রাখে] বসুন দু'জনে।

প্রভাস আপনিই মুস্তাফী?

অনন্ত আজ্ঞে আমিই অনন্ত গুহ মুস্তাফী। আপনি আমাকে না চিনলেও আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি। কেন চিনব না? এতো বড়ো বনেদী বাড়ি, পাড়ার পুরনো বাসিন্দা।

বিভূতি ছ'পুরুষের বাড়ি। এখন অবস্থা পড়ে গেছে। টাকার অভাবে মেরামতি হচ্ছে না।

অনন্ত ললাটের রেখা তাজ্জব!

বিভূতি কী তাজ্জব? খারাপ কিছু?

অনন্ত বলবো বলেই তো ডেকেছেন। ললাট বলছে আপনি অবিশ্বাসী, গোঁয়ার, সবজান্তা। হুঁ, কেবল নিজের রোগটা জানেন না।

বিভূতি ঠিক ধরেছেন। বেশ ভালো করে হাতটা কুষ্ঠিটাও দেখুন।

অনন্ত যারা বলে হাতের রেখা, কপালের রেখা কথা বলে না, তারা কপাল পুড়িয়ে খেসারত দেয়। আপনার কপাল কথা বলছে।

প্রভাস আপনাকে আমি চিনি না। তবে কপাল দেখিয়ে বদনামে যান কেন?

অনন্ত (হেসে) বদনাম লবণের মতো। ও আছে বলেই না সুনামের সোয়াদ হয়।

প্রভাস কিন্তু মুস্তাফী আমি যে আপনার এই মহাবিদ্যায় বিশ্বাস করি না।

অনন্ত (হেসে) আপনি মহাজ্ঞানী বলে। প্রভাস বাবু, আপনার জানার বাইরেও জগৎ আছে, বিদ্যা আছে, অনেক কিছু আছে।
[ছুরি হাতে তুলে দেখে টেবিলের নীচে রাখে। অধিকতর নিশ্চিত হতে টেবিলের তলা থেকে সেটা সরিয়ে দেয়ালে যথাস্থানে রাখে। দর্শকরা দেখতে পাবেন।]

বিভূতি মান্যি লোককে অসম্মান করো না। তোমার পায়ে পড়ি।

অনন্ত আপনি কি আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের চেয়েও নিজেকে বড়ো মনে করেন?

প্রভাস তার মানে?

অনন্ত ভারতবর্ষটাকে আপনি কি আমেরিকার চেয়েও সভ্য মনে করেন?

প্রভাস [বিব্রত বোধ করে]

অনন্ত আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পর্যন্ত জ্যোতিষীর কথায় উঠছেন বসছেন, প্রোগ্রাম সেট করছেন। কাগজে দেখেন নি?

প্রভাস তাই বলুন। কিন্তু প্রেসিডেণ্টের বড়ো বড়ো স্বার্থ আছে। ক্ষমতার স্বার্থ, যুদ্ধের স্বার্থ। সে সব রাখতে এসবে তাঁর বিশ্বাস দরকার। আমি জ্যোতিষী গণৎকারে বিশ্বাস করবো কেন?

অনন্ত প্রাণে বাঁচার স্বার্থে। আপনার জীবন বিপন্ন, আপনার ললাট তাই বলছে।
[বিভূতি শঙ্কিত। প্রভাসের হাত চেপে ধরে। অনন্ত তার এটাচি খুলে সরঞ্জাম বার করতে করতে বলে] কতো নাস্তিক

মাথা মুড়িয়ে আস্তিক হলো লিষ্টি ফেলে দিলে মহাভারত হয়।
[ম্যাগনিফাইং গ্লাস দু তিন ধরনের বার করে। ছোটো তোয়ালে। কাঠের তৈরি একটা হাতদানি যাতে হাত বসিয়ে দেখতে সুবিধে হয়। রিস্টে ও মাথায় বাঁধার জন্য ইলাসটিক ফেট্টি। খাতা পেনসিল—এরকম আরও নানা কিছু।]

বিভূতি [দারুণ আগ্রহে দেখতে দেখতে] দেখো দেখো। এ গেঁয়ো জ্যোতিষী নয়। বলেছি না খুব নাম ডাক।

প্রভাস এই ফেট্টি কেন ?

অনন্ত এই ফেট্টিতে 'চাপ' মাপা আছে। রিস্টে আর মাথায় বেঁধে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিয়ে রেখা ফুটিয়ে তুলি। তারপর রগরগে রেখা ম্যাগনিফাইং গ্লাসে রেখে বিশ্লেষণ করি। সব সাইনটিফিক।

বিভূতি কাঠের এটা ?

অনন্ত হস্তদানি। সেকেলে জ্যোতিষীরা হাত ধরে হাত দেখে। তাতে হাত কাঁপে। হাত কাঁপে তো রেখা কাঁপে। রেখা কাঁপে তো ভবিতব্য কাঁপে। কিন্তু এ যন্ত্রে হাত ফিক্সড্ থাকে। দেখতে সুবিধে। বৈজ্ঞানিক, কারিগরি সুযোগ সুবিধে আমরা সবই নিয়েছি। দেখি প্রভাস বাবু, হাত দু খানা। রাখুন এখানে। [প্রভাস হাত বাড়ায়। অনন্ত রিস্ট বাঁধে। দেখতে থাকে।] মাথাটা এলিয়ে দিন। [কপাল বাঁধে ললাটের রেখা দেখে] আপনার হাত দেখি। [বিভূতি হাত বাড়ায়। একইভাবে দেখে] মাথাটা এলিয়ে দিন। [একইভাবে দেখে] [বিভূতিকে লক্ষ্য করে] আপনি দীর্ঘায়ু। কিন্তু—

বিভূতি কিন্তু কি ?

অনন্ত প্রভাসবাবু আপনার কে হন ?

বিভূতি এ বাড়ির মালিক। আমি এর অন্নে মানুষ।

প্রভাস অবান্তর কথা রাখো। আমরা দু'জন ভাই।

অনন্ত ডাক্তার কী অসুখ বলেছে?

বিভূতি রোগ ধরতেই পারছে না, বলবেটা কি। সেজন্যই তো আপনাকে এনেছি।

অনন্ত কোনো ডাক্তারই পারবে না। কারণ এরোগ এপারের নয় —ধরবেটা কি?

প্রভাস তবে কি বাংলাদেশের?

অনন্ত এপারের বিপরীত বাংলাদেশ হয় না। ওপার [ঊর্ধ্বে দেখায়]

প্রভাস [হো হো করে হেসে ওঠে]

বিভূতি থামো। আপনি কী বলতে চান? আমি যে কিছুই বুঝছি না।

অনন্ত আপনার কর্তার ঘোর বিপদ। গত অমাবস্যায় শুরু হয়েছে। এর জের থাকে পনেরো দিন। আজ রাতটা সাবধান। [বিভূতি কিছু বলতে যায়। প্রভাস ওকে থামিয়ে]

প্রভাস ওর হাতে আমার বিপদ লেখা আছে? তাজ্জব!

বিভূতি তুমি চুপ করবে কি না? কী বিপদ বলুন। বিপদ থেকে রক্ষে হবে কি করে?

অনন্ত ওর হাতে আপনার বিপদ কী করে দেখলেন? কেন? আপনার হাতেও দেখেছি, ও-র হাতেও দেখেছি। দু'য়ে দু'য়ে চার ক'রে বল্লাম। উত্তরে খুশী হলেন না? Law of co-existence বোঝেন? রুইমাছ আর ইলিশমাছ পাশাপাশি পাঁচ মিনিট রেখে ঘুরে এসে ইলিশটা সরিয়ে নিন। রুইমাছে ইলিশের গন্ধ পাবেন। আপনারা দু'জনে বছর বছর ধরে ভাই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে আছেন, সুখে দুঃখে আছেন—একজনের হাতে

অন্তজনের ভবিতব্য ফুটে উঠেছে। সবই সাইনটিফিক; বিজ্ঞান। [বিভূতি বিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়]

প্রভাস মহাপণ্ডিত! রাবিশ।

অনন্ত আমাকে অপমান করার অধিকার আপনার নেই—নো, নেভার।

প্রভাস রাবিশ, ননসেন্স। হাতে কপালে কারো মৃত্যু লেখা থাকে না। নো, নেভার। আপনি আসতে পারেন।

বিভূতি তোমার কথায়? আপনি বসুন। কী বিপদ দেখলেন? কী ভাবে বিপদ আসতে পারে?

অনন্ত অশরীরী আত্মা এ বাড়িতে আস্তানা নিয়েছে। ভূতের হাতে প্রভাসবাবু প্রাণ হারাবেন। সব লক্ষণই ফুটে উঠেছে। আজ পঞ্চদশ দিন। আজ এসপার ওসপার। আমার গণনা মিথ্যে হয় না। নেভার। [উঠে দাঁড়ায়]

বিভূতি উপায়?

প্রভাস উপায় আমি জানি। [ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দু'হাতে দু'খানা ছুরি নিয়ে] বেরো পাজি, ভণ্ড, মতলববাজ।

অনন্ত [অবিচলিতভাবে] মূর্খ, অজ্ঞ, গোঁয়ার। গোয়াতু'মি আর অজ্ঞতাকে সাহস বলে না। আজ পর্যন্ত আমার গণনা মিথ্যে হয় নি। এসবই সেই লক্ষণ। আমি যাচ্ছি। ঈশ্বর অপনাকে এই রাতটা রক্ষা করুন। [গোছাতে থাকে]

প্রভাস মরতে যারা ভয় পায় তাদের ভয় দেখাও গে। তোমার ভূতকে আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি। চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ।

অনন্ত ধীরে রজনী ধীরে। [উপবেশন] ডাকসাইটে দিগ্বিজয় কবাটের নাম শুনেছেন? এই তল্লাটেরই লোক ছিলেন। অর্থ, স্বাস্থ্য, প্রতিপত্তি আপনার চেয়ে হাজার গুণ বেশী ছিল।

প্রভাস সে তো একটা বদমাশ ঠগ ছিল।

অনন্ত তার মৃত্যু-রহস্য জানেন ?

বিভূতি এ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে।

অনন্ত না। বাড়ির মধ্যে শয়নকক্ষে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসে ঝুলছিল। ভূত দেখে দিগ্বিজয় মরেছেন।

বিভূতি আমিও তা-ই শুনেছি। তার পর থেকে এ অঞ্চলে ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে।

অনন্ত অথচ এমনটা যে হবে আমি ললাট রেখা দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। টাকার কুমীর, অথচ কয়েকশো টাকা বাঁচাতে প্রাণটা দিলেন।

বিভূতি আমি কোনো কথা শুনবো না। ওকে মরতে দেবোনা। আপনি একটা উপায় করুন। যা টাকা লাগে।

প্রভাস টাকা খোলামকুচি না। একটা পয়সাও দেবো না!

বিভূতি তুমি যদি আমাদের কাজে বাধা দাও মাথা ঠুকে মরবো।

প্রভাস আজে বাজে কাজ আমার বাড়িতে বসে হবে না।

বিভূতি তবে দেখো। [ছুটে গিয়ে ছুরি তুলে নিজের কণ্ঠনালীতে ধরে] দিগ্বিজয়ের মতো ভূতের হাতে তোমার মরণ দেখার আগে আমার মরণ ভালো।

প্রভাস বিভূতি, সবটায় বাড়াবাড়ি করো না। আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

বিভূতি আমার ধৈর্যেরও সীমা আছে। সবজান্তা হয়েছে। পারলে? পারলে ওর কথার উত্তর দিতে? আমি তিন গুণবো, ওকে কাজ করতে দেবে কিনা?

প্রভাস কী করবে তুমি মুস্তাফী ?

অনন্ত ভূতের উৎপাতের ক্ষেত্রে আমার দাওয়াই হলো [একটু থেমে] কী ভাবছেন প্রভাসবাবু ? স্বস্ত্যয়ন করবো ? না। তিনরত্তির একটা গোমেদ বা নীলা, পলা এসব আপনার আঙুল ভরে ধারণ করতে বলবো ? ওসব টাকাখেচার ধান্দা। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, ওসব বুজরুকি। আমি সেরেফ দু'ঘন্টা আপনার সঙ্গে বসে আড্ডা দেবো। ব্যাস্।

বিভূতি তাতেই ভূত পালাবে ?

অনন্ত আরেকটু আছে। আমি লক্ষ্য করেছি অশরীরী আত্মা ঘি পোড়ার গন্ধ সইতে পারে না। যতো বেশীক্ষণ ঘি পোড়াবেন, ওরা হটতে থাকবে। ধুনো দিলে মশার মতো। একটা ড্রামে আগুন জ্বালিয়ে সবাই মিলে বসে চা খাবো আর ঘি পোড়াবো। ব্যাস্। এই আমার ভূত-বিতাড়ন প্রেসক্রিপশন্।

বিভূতি আমি এখনই ঘি আনাচ্ছি।

অনন্ত যার জন্য ঘি পোড়াবেন, তিনি কি বলেন ?

বিভূতি উনি আবার কি বলবেন ? আপনি ব্যবস্থা করুন। কতোটা ঘি আনাবো ?

অনন্ত বিশ কেজি। আমার এ্যাসিসটেন্টকে পাঠাবো। ঘি, আর ঘি পোড়াতে যা যা লাগে এনে দেবে। আপনি টাকাটা দিয়ে দেবেন। [উঠে দাঁড়ায়]

প্রভাস [বুক চেপে ধরে মন্ত্রণার ভঙ্গী করে] বুকে কেমন ব্যথা করছে বিভূতি। আমাকে শুইয়ে দাও ; [বিভূতি হাতের ছুরি টেবিলে রেখে ছুটে এসে প্রভাসকে ধরে। প্রভাস লাফিয়ে উঠে ছুরিটা দখল ক'রে একখানা ছুরি অনন্তের দিকে উঁচিয়ে ধ'রে] বেরো, তোল এটাচি, এমুখো কোনোদিন হবি তোর নলিটা কেটে ঝুলিয়ে রাখবো।

বিভূতি এ কী করছ ? কী করছ প্রভাস ?

অনন্ত ভালো হবে না বলছি ।

প্রভাস তুই ভালোমন্দ করার কেরে ? মুরদ থাকে করিস ।

অনন্ত সর্বনাশ হবে, এবাড়ি ভূতুড়ে হবে বলছি ।

প্রভাস হয় আমার হবে ।

অনন্ত বেশ, যাচ্ছি । দুঃখ এই যে এ তল্লাটে ভূতের হাতে আরেকটা দিগ্বিজয় হতে যাচ্ছে । [প্রস্থান]

বিভূতি এ তুমি কী করলে ?

প্রভাস সুস্থ লোকে যা করে তাই করেছি ।

বিভূতি দেশের হাজার হাজার লোকে এসব যে বিশ্বাস করে তারা সব অসুস্থ ? মূর্খ ?

প্রভাস তারা সব দুর্বল । বুঝতে চায়না, তোমার মতো ।

বিভূতি এ বাড়িতে তবে আমার কোনো দাম নেই ?

প্রভাস আমার ঘরে ওসব চলবে না—তোমার বাড়িতে গিয়ে যতো ইচ্ছে ঘি পোড়াও ।

বিভূতি কী বললে ? এ বাড়িতে আমার ঠাঁই নেই ? বেশ, তোমার বাড়ি তুমিই থাকো । আমাকে বিদায় দাও ।

প্রভাস কথা যদি উল্টো করে ধরো সে আমি কি করতে পারি ? আমাকে জিজ্ঞেস করার কী আছে ?

বিভূতি বাড়ির কর্তা তুমি, আমি তোমার চাকর ।

প্রভাস বাড়ির কর্তাকে জিজ্ঞেস করে ওই লোকটাকে ডেকে এনেছিলে ? নিজেই তো মনিবের মতো তাকে বাড়িতে ঢুকিয়ে লোক দেখানো অনুমতি চাইলে ।

বিভূতি [সহসা উদ্‌ভ্রান্তের মতো প্রভাসের পায়ে পড়ে মাথা কুটতে থাকে] আমি চাকর, চাকর, চাকর, জ্যোতিষী এনে গঙ্গার মাটি

খেয়েছি। একশো ঘা জুতো মারো মুনিব। নাও, মারো।

প্রভাস [বিভূতিকে তুলে] এ তুমি কী করছ বিভূতি? একটু বুঝবার চেষ্টা করো। অশরীরী আত্মা, ভূত প্রেত বলে কিছু থাকতে পারে না। ভয়ই ভূত। ভয় কাটালে ভূত পালায়। বেশ, তোমাকে যদি বোঝাতে না পারি কাল সকালে অনন্তকে ডেকে তিনশো কেজি ঘি পোড়াবে।

বিভূতি বিপদ ঘটতে যাচ্ছে আজ, আর উনি করবেন কাল।

প্রভাস আজ রাতটা না হয় আমরা দু জনে জেগে পাহারা দেবো। যদি মরি একসঙ্গে মরবো। অনেকদিনই তো পৃথিবী দেখলাম।

বিভূতি যা ভালো বোঝো করো। আমি কে? তেলে জলে মিশ খায় না। মুনিবে চাকরে মিল হয় না। [চলে যেতে চায়]

প্রভাস (চিৎকার করে) বিভূতি [আঁকড়ে ধরে] পঞ্চাশ বছর পর তোমার তাই মনে হয়েছে? সব খেয়ে থুয়ে দুই বুড়ো পঞ্চাশ বছর আছি। ভগবান জানেন ভাইয়ের মতো তোমাকে ভালোবেসেছি [গলা ভারি হয়ে আসে] এতো বড়ো কথা তুমি বলতে পারলে বিভূতি? একথা শোনার চেয়ে আমার মরণ ভালো।

বিভূতি [বিচলিত] প্রভাস, আমার অন্যায় হয়েছে, আমার মুখের আগল নেই, আমাকে মাপ করে দাও। [প্রভাসকে জড়িয়ে ধরে]। [পাশে বসিয়ে] ভূতপ্রেত অমান্য করার নয়। দিগ্বিজয়ের ভূতের হাতে মৃত্যু হয়েছে পাড়ার সবাই জানে। পাড়ায় ভূতের উপদ্রব বাড়ছে। আমি যা করছি তোমার ভালোর জন্যই ভাই।

প্রভাস যদি একটা ভূত দেখতে পাই, আমি খুশী হই। এক হাত লড়ে দেখি মানুষ আর ভূতের মধ্যে কার বুদ্ধি আর শক্তি বেশি।

এ্যাতো বছর ধরে মানুষ-ভূত তো অনেক দেখেছি, এবার আসল ভূত দেখতে চাই। তুমি আমাকে একবার এই সুযোগটুকু দাও বিভূতি।

বিভূতি তোমার সঙ্গে আমার কোনোদিন বনবে না। [ছুরিগুলি যথাস্থানে রাখতে রাখতে]

প্রভাস আলবাত্ বনবে। তুমি আমার সঙ্গে আমার ঘরে আজ থাকো। মরি তো একসঙ্গে মরি—দুই ভাইর মতো।

বিভূতি কপালে লেখা থাকলে তাই হবে। রাত জাগবে চা চাইমা? আমি চায়ের জোগাড় করি।

প্রভাস (বিভূতিকে জড়িয়ে তুলে ধরে) এই তো চাই—এই তো আমার ইয়ার বন্ধুর মতো কথা। ভূতের হাতে আজ মরেও আমরা সুখ পাবো।

[একটা যুদ্ধের মিউজিক। পর্দা পড়ে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাতের দৃশ্য। প্রভাস একটা টর্চে ব্যাটারী ভরছে। বিভূতি চায়ের কাপ, ফ্লাস্ক নিয়ে ঢোকে।]

প্রভাস ছুরিগুলি আর বর্শাদুটো এনে এখানে টেবিলে রাখো।

বিভূতি আনছি। (ছুরি ও বর্শাগুলি নামিয়ে) ছুরি, বর্শা দিয়ে ভূত মারবে?

প্রভাস ওসব মনের সাহস বাড়ায়। সাহসী লোককে ভূতপ্রেতও ভয় করে। [ছুরিগুলি টেবিলে গেঁথে রাখে।]

বিভূতি তেমন সাহসী লোক তো দেখলেম না।

প্রভাস তোমাকে সাহসী লোকের গল্প বলছি। ভারতবর্ষে আমীর

শেখ নামে এক সাহসী মুসলমান ছিলেন। তিনি একবার একটা ভূত ধরে ভূতটাকে তেলের ঘানিতে পিষে ভূতের তেল বার করে সে তেল শিশিতে ভরে রাখেন।

বিভূতি   দূর, এসব গল্প।

প্রভাস   ভূতরাতো গল্পেই থাকে। কথায় বলে ভূতের গল্প। চীন দেশের এক সাহসী লোকের কথা বলছি [বর্শা মুছতে মুছতে] চীন দেশে চিয়াং সেংম্যাং নামে এক সাহসী লোক ছিলেন। কবরখানায় ভূত থাকে শুনে তিনি ভূত ধরতে রাতের পর রাত কবরের পাশে বসে থাকতেন। যেন শিকারী বসে আছেন জঙ্গলে শেয়াল আর খরগোস ধরতে। কিন্তু কী দুঃখের। কোনো দিন তিনি ভূতের টিকিটিও দেখতে পান নি।

বিভূতি   এমন সাহসী লোকের গল্প ছোট বেলা আমিও শুনেছি।

প্রভাস   তবেই মিলিয়ে ছাখ। সাহসী লোকই সাচ্চালোক, তা গাঁয়ে বলো আর শহরে বলো। আলোটা নিভিয়ে দাও।

বিভূতি   না, না। আলো থাকলে ভূত আসে না।

প্রভাস   ভূত যদি থাকে আলোতেও আসবে, না থাকলে অন্ধকারেও আসবে না। [উঠে গিয়ে আলো নেভায়] এবার চুপ করে বসে থাকো ভূতের অপেক্ষায়। যদি একবার দেখতে পাই! [দুজনে বসে থাকে। অন্ধকার। কুকুরের কান্নার শব্দ]

বিভূতি   [ভীত] প্রভাস! শুনছ!

প্রভাস   কুকুর কাঁদছে!

বিভূতি   কুকুরের কান্না অলুক্ষণে। এ বাড়িতে আগেতো কখনও শুনিনি।

প্রভাস   আজ যে তুমি শুনবে বলে বসে আছ। [পাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ। প্যাঁচার ডাক। প্রভাস একখানা ছুরি চেপে ধরে। নীরবতা। অন্ধকার চিরে একটা খোনাটে

আলোর রেখা চলে গেল। অন্ধকারে ছ'টি চেহারা নাচছে, বীভৎস দেখা যাচ্ছে।]

বিভূতি রাম রাম রাম

প্রভাস কে? কে ওখানে? [দাঁড়িয়ে ওঠে। একটা গম্ভীর শব্দ]

ভূত আমি দিগ্বিজয় কবাট।

প্রভাস সে তো মারা গেছে।

ভূত আমি দিগ্বিজয়ের ভূত।

বিভূতি (হাত জোর করে, ভীত) রাম রাম রাম রাম—

প্রভাস কী চাস এ বাড়িতে?

ভূত এই বাড়িটা চাই, আমি থাকবো। তোকে চাই, আমার সঙ্গী হবি।

প্রভাস তুই যদি ভূতই হয়ে থাকিস—ঠিকই হয়েছিস—ওটাই তোর মতো বদমাশের হওয়ার কথা। বেঁচে থাকতে ঘুষ খেয়ে, তেল মাখিয়ে আর চুরি করে সম্পত্তি করেছিলি, মরার পরও তোর সম্পত্তির লোভ গেল না?

ভূত তোর বাড়িটার ওপর আমার বরাবর লোভ ছিল। এখন এ বাড়ির দখল নেব। এবাড়ি ভূতুড়ে করবো!

প্রভাস তবে নে দিগ্বিজয়। [একখানা ছুরি ছুঁড়ে মারে। সব চুপ চাপ্।]

বিভূতি মা, মা কালী এ যাত্রা রক্ষে করো মা—তোমার দুয়ারে পাঁঠা দেবো, স্বস্ত্যয়ন করাবো মা।

প্রভাস সে খরচ বোধ হয় তোমাকে আর করতে হবেনা। এ ভূত আমি জ্যান্তই ধরব।

বিভূতি গোঁয়াতু'মি ভালো না প্রভাস। অশরীরী নিয়ে ছেলেখেলা না।

প্রভাস ওটা যদি সত্যি ভূতই হয়, ছুরি খেয়ে চুপ হয়ে যায়? ভূত কি

ছোরাছুরিকে ভয় করে ? এইটুকুও কি তুমি ভেবে দেখবে না ?
এমনই ভীতু, অন্ধ হয়েছ ?

বিভূতি [কিছুটা যেন বুঝতে চায়] তুমি বলছ এসব ভূতুড়ে কাণ্ড না ?
সব মিথ্যে ? সব সাজানো ?

প্রভাস রকম সকম দেখে তাই তো মনে হচ্ছে। চা আছে ?
[বিভূতি ফ্ল্যাক্স থেকে কাপে চা ঢেলে দেয়]

বিভূতি তবে লোকে যে বলে ভূত আছে।

প্রভাস তুমি নিজে কখনও ভূত দেখেছ ?

বিভূতি তা দেখিনি। যারা ভূত দেখেছে তাদের বলতে শুনেছি।

প্রভাস সব ভূতই মানুষের বানানো। পরের মুখে ঝাল খাওয়া।
একদল লোক ভূতপ্রেত তৈরি করে মানুষকে ঠকায়, চুপ করিয়ে
দিতে চায়। আজ যদি তুমি ভূতের ভয় পাও, কাল সে-ই
তুমি রাজার পেয়াদাকে ভয় করবে, জমিদারের লেঠেলকে ভয়
করবে, মস্তানকে ভয় করবে। পরশু সে-ই তুমি পুলিশ
মিলিটারি ভয় করবে। ভয় করতে করতে তুমি ভীরু আর
দুর্বল হয়ে থাকবে। তোমাকে দিয়ে তখন আর কোনো
সাহসের কাজই করানো যাবে না। উল্টে তোমাকে দিয়েই ভূতের
বোঝা বওয়াবে। দেশের সব ভীরু লোকেই ভূতের বোঝা বয়।
আর জেনে রেখো সবচেয়ে ভীরু লোকই সব চেয়ে বোকা
লোক। [একটা তীব্র তীক্ষ্ণ বাতাস চেরা শব্দ। দু'জনে
তাকিয়ে দেখে শূন্যে একটা মাছ। মাছের গায়ে চারটে চোখ
জ্বলছে। দর্শকরা স্পষ্ট দেখতে পাবেন]

বিভূতি প্রভাস, দিগ্বিজয় এবার মাছের রূপ ধরে এসেছে।

প্রভাস [চিৎকার ক'রে] ঐ মাছটা আমি ভেজে খাবো। তুমি মাছ
ভাজার মশলা করো বিভূতি।

ভূত প্রভাস তুই অবিশ্বাসী, দম্ভী। আজ তোর ঘাড়টা মটকে দেবো।

প্রভাস তুই কার ভূত? তোর যদি ঘাড় থাকে আমি সেটা মটকাবো। [এই বলে একখানা ছুরি টিপ ক'রে ছুঁড়ে মারে। একটা জ্বলন্ত চোখ নিভে যায়।] এই নে [দ্বিতীয় ছুরি ছুড়ে মারে। দ্বিতীয় জ্বলন্ত চোখ নিভে যায়।] [বিভূতি স্তম্ভিত]

ভূত তোর মুণ্ডু আমি নোখে ছিঁড়বো। [বীভৎস দুটো ভূত এগিয়ে আসে; হাত প্রসারিত করে। বিভূতি স্তম্ভিত]

প্রভাস তার আগে তোর মুণ্ডু সামলা দিগ্বিজয়। [বর্শাটা হাতে তুলে তিন লাফে মাছটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটা ধস্তাধস্তির দৃশ্য। একটা ভূত বিভূতিকে ঠেলে ফেলে, চেয়ার উল্টে দিয়ে পালিয়ে যায়। প্রভাস বর্শা দিয়ে একহাতে মাছটা, অন্য হাতে একটা বীভৎস ভূত ধরে টেনে সামনে আনে। সমস্ত ব্যাপারটা দর্শকরা দেখতে পাবেন। ভূতটাকে মঞ্চের সামনে এনে ফেলে পা দিয়ে চেপে ধরে বর্শাহাতে প্রভাস বিজয়ীর মতো দাঁড়িয়ে গর্জে ওঠে।] আলো জ্বালাও। জ্যান্ত ভূত ধরেছি। একটা পালিয়েছে, একটাকে ধরেছি। [বিভূতি ছুটে গিয়ে আলো জ্বালায়]

বিভূতি [ভূতের কাছে গিয়ে, দেখে] এটার নাক মুখ চোখ কই? কী কালো?

প্রভাস ভূতটার একটা খোলস আছে। আমি এবার ওর খোলস ছাড়াবো, কসাই যেমন পাঁঠার ছাল ছাড়ায়। ছুরিটা দাও দেখি। ভূতটাকে টেবিলের সঙ্গে বাঁধো বিভূতি। [দুজনে ভূতটাকে বাঁধে, প্রভাস ভূতটার পোশাক খুলতে থাকে। বিভূতি পরম বিস্ময়ে দেখে। পর্যাপ্ত আলোতে দর্শকরা দেখতে পাবেন।]

বিভূতি ও প্রভাস ভূতের পায়ে জুতো! প্যান্ট দেখা যাচ্ছে!

প্রভাস এই ভূতটা প্যান্ট সার্ট পরা। ধুতি, চোস্ত, পাজামা শাড়ি পরা ভূতও আছে।

বিভূতি এটাকে মানুষের মতো লাগছে, ও প্রভাস!

প্রভাস জগতের সব খারাপ মানুষই ভূত। জগতের সব ভূতরাই আদতে মতলববাজ বদমানুষ।

[সমস্ত খোলসটা ছাড়িয়ে ফেললে দেখা গেল একটি যুবক।]

বিভূতি এ কে?!

প্রভাস কে তুই?

ভূত আমি ভূতের বেগার খাটি।

প্রভাস তার মানে?

ভূত আমি মুস্তাফি কোম্পানীর ভূত।

বিভূতি মুস্তাফি! ঐ জ্যোতিষী মুস্তাফি?

প্রভাস যে ভূতটা পালিয়ে গেল সেটা তবে অনন্ত গুহ মুস্তাফি ছিল?

বিভূতি আমাকে ধাক্কা মেরে যে পালিয়ে গেল সে তবে ভূত নয়! অনন্ত!

ভূত বটে হ্যাঁ। আমাকে বাঘের মুখে ফেলে সে পালিয়েছে।

বিভূতি ধর্ শালাকে [বিভূতি লাফিয়ে ওঠে। প্রভাস ধরে ফেলে] হারামজাদাকে আমি থেঁতলে মারবো।

প্রভাস মুস্তাফির কিসের কোম্পানী?

ভূত বলবো না।

প্রভাস বলবি না? বিভূতি, ছুরি দিয়ে ভূতটার একটা চোখ উপড়ে নিয়ে ওকে কাণাভূত করে দাও। [বিভূতি ঘাড়টা চেপে ধরে ছুরি তোলে]

ভূত ওরে বাবা, চোখ উপড়ে নেবেন না, বলছি, সব বলছি।

মুস্তাফির জ্যোতিষী করাটা খোলস। তলায় তলায় সে ঘি, ওষুধ, নেশার সব জিনিস চালায়। ফলাও ব্যবসা জোর চলছে ; দেশের বাইরেও ব্যবসা চলে।

প্রভাস — তোদের মতো কতো ভূত কাজ করে ?

ভূত — ফুলটাইম আছি সাত জন। অনেক কেস হলে পনেরো বিশজন ভাড়া করে আনে।

প্রভাস — তোরাই তবে দিগ্বিজয় কবাটকে ভয় দেখিয়ে মেরেছিস ?

ভূত — হ্যাঁ, আমিই ভূতের নেত্য করেছি।

প্রভাস — কেন ?

ভূত — ওর বাড়িটা ভূতুড়ে বাড়ি করে মুস্তাফির ব্যবসার কাজে দখল নেবার জন্য।

প্রভাস — চোরের ওপর বাটপাড়ি ?

বিভূতি — কী সাংঘাতিক। ঐ মুস্তাফি লোকটা খুনী !

প্রভাস — বড়ো আপশোস ধরতে পারলাম না। কিন্তু পালিয়ে কদ্দিন থাকবে বদমাশ।

ভূত — আপনার সাহস বলিহারি ! অনেক লোককে ভয় দেখিয়েছি এমন গোঁয়ার লোক কখনও দেখিনি। এই জন্যই এবার মুস্তাফি সঙ্গে থেকে অপারেশন ফয়াসো।

প্রভাস — বড়ো দুঃখ, পারলে না। আমাদের ওপর তোদের দৃষ্টি পড়ল কেন ?

ভূত — দু'জন মাত্র লোক এত্তো বড়ো একটা বাড়িতে থাকেন কেন ? ভূত দিয়ে আপনাকে মারতে পারলে এটা পোড়ো বাড়ি করতাম, পোড়ো বাড়িতে মুস্তাফির ব্যবসা রমরমা হয়ে জমতো। আমরাও ভালো রোজগার করতাম।

বিভূতি — মেরে খুন করবো হারামজাদা। মুস্তাফির নোলা কেটে কুকুর

দিয়ে খাওয়াবো।

প্রভাস তোর ছাল চামড়া ছাড়িয়ে এখন যদি পুলিশে দি?

বিভূতি দি আবার কি? অমন আদুরে কথায় এরা শায়েস্তা হয় না। ছুরি দিয়ে কেটে কেটে হারামজাদার পিঠে 'ভূত' লিখে দেবো। [ঘাড় চেপে ধরে]

প্রভাস থাক্ থাক্ বিভূতি।

বিভূতি তোমার অমন নরম মনের কাজ নয়। বদমাশটাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। এই ব্যাঙটাকে টোপ করে আমি সাপটাকে ধরবো।

ভূত [প্রভাসের পায়ে পড়ে কাঁদতে থাকে] ভূতের কাজ করে দু'পয়সা কামাই। অন্য কাজ পেলে এ কাজ ছেড়ে দিতাম, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি গরিব, খুব গরিব।

বিভূতি গরিব বলে তুই মানুষকে ভূতের ভয় দেখিয়ে বেড়াবি? মানুষ খুন করবি? বদমাশ মুস্তাফিটা যে তোকে দিয়ে ভূতের বোঝা বওয়াচ্ছে তা বুঝবি না?

ভূত আমরা চুনোপুঁটি। ঐ গোদা ভূতটাকে ধরুন দেখি?

বিভূতি হারামজাদাটাকে আমি ধরবোই, জ্যান্ত ওর ছাল ছাড়াবো, তুই দেখে নিস।

প্রভাস তবে তোকেও ছাড়ছি না। শোন্ ভূত, বদমাশ, খুনী পেড্লার —মানুষকে যদি কখনও ভয় দেখাস আর কষ্ট দিস তোদের পায়ের তলে এমনি করে পিষে ধরে বর্শায় গিঁথে বধ করবো।

ভূত বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমার প্রাণ ভিক্ষে দাও।

[বর্শা হাতে তুলে ভূতটাকে পায়ে চেপে ধরে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে]

প্রভাস শুনুন আপনারা,—ভূত-প্রেত, জীন-দানো বলে কিছু নেই।

যা নেই তাকে ভয় করবেন কেন ? সাহসী হোন ; রুখে দাঁড়ান ; ভূতের খোলস ছাড়িয়ে দেখুন সব ভূত প্রেতের পেছনেই বদ আর মতলববাজ মানুষের খেলা। পায়ের তলায় ফেলে কষে চাপ দিন, দেখবেন সব ভূতই প্রাণভিক্ষে চাইছে।

যদি মানব জন্মের অহঙ্কার করতে ভালবাসেন, তবে নিজে শুনুন, আর প্রিয় সন্তানদের শোনান,—কাকে কাকে ভয় করবেন না। স্বর্গ নরক ভয় করবেন না। মৃত্যুকে ভয় করবেন না। টাকার কুমীর যতো পরগাছাদের ভয় করবেন না। ভয় করবেন না দেশের যতো আমলা-চালাক ঝানুদের। ভয় করবেন না পৃথিবীর শত্রু যুদ্ধবাজ যতো শয়তানদের। আর কখনও ভয় করবেন না মানুষের দুশ্‌মন ভূত-প্রেতের সব কল্পনাকে।

[যুদ্ধ জয়ের মিউজিক। দু'ধারের পর্দা গুটিয়ে এসে প্রভাস ও বিভূতি পায়ে চাপা ভূতকে ধরে রাখে।]

চক্ষু দান

চরিত্র

বৃদ্ধ — নিমাই
যুবক — বাচ্চু
মুরারী — যুবক ২

[নিম্ন মধ্যবিত্ত একটি পরিবার। দেয়ালে একটা ফটো—'অন্ধ জনে দেহ আলো।' একখানা চৌকি। তার নীচে কিছু জিনিসপত্র, একটা তোরঙ্গ। একখানা ছবি—নিমাই'র মায়ের। অন্ধ বৃদ্ধকে একটি যুবক ধরতে ধরতে নিয়ে আসে। বৃদ্ধ আহত, মাথায় ব্যাণ্ডেজ। যুবকটির হাতে চা-পাতার ছোট্ট একটি মোড়ক, মুড়ির একটি ঠোঙা। বৃদ্ধের হাতে অন্ধের লাঠি।]

বৃদ্ধ — আঃ। বেঁচে থাকো বাবা। তুমি আমার প্রাণটা বাঁচালে।

যুবক — মানুষ মানুষকে সাহায্য করবেই। তাই করেছি। যখন রাস্তা পার হবেন, পাশে যে থাক সাহায্য নেবেন। কলকাতার রাস্তায় চোখ থেকেও আমরা চাপা পড়ছি, আর আপনি তো—

বৃদ্ধ — তোমাকে আমি কি বলে আশীর্বাদ করব বাবা। তোমার বংশে কেউ যেন কখনও আমার মত রোগে অন্ধ না হয়। বুড়ো আমি, এই আশীর্বাদ করি বাবা।

যুবক — আপনার আশীর্বাদ আমি মাথায় করে রাখলাম। বাড়িতে কাউকে দেখছিনা।

বৃদ্ধ — আমার ছেলে আছে—নিমাই। নতুন চাকরি পেয়েছে। সবে দু'মাস হল।

যুবক — খুব আনন্দের কথা।

বৃদ্ধ — আনন্দ না! চাকরি চাকরি করে কত ঘুরেছে। ও এখন একটা মানুষ হোলো।

যুবক — কোথায় পেয়েছে?

বৃদ্ধ — সরকারী চাকরি। স্টেটবাসের কন্‌ডাকটার।

যুবক — নিমাইবাবু না আসা পর্যন্ত আমি থাকব?

বৃদ্ধ — তোমার কাজের ক্ষতি হবে। এই তো বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছ। বাড়ির সব আমার চেনা। তোমার আর থাকতে হবে না বাবা।

যুবক — এই টেবলেটটা শোবার সময় খাবেন। আর নিমাইবাবুকে বলবেন পাড়ার ডাক্তারের সঙ্গে যেন একটু যোগাযোগ রাখে।

বৃদ্ধ — আচ্ছা বাবা। দেশে এখনও কত সুন্দর ছেলে আছে। তুমি আর একদিন এসো। একটু চা-ও খাওয়াতে পারলাম না। আমার নিমাইর সঙ্গে আলাপ করবে।

যুবক — আসব—

বৃদ্ধ — নিমাই আমার ভালো আঁকতে পারে। আমি তো দেখতে পাই না। ঐ দেয়ালে দেখো—কি সুন্দর লিখে ফটো করে রেখেছে—অন্ধজনে দেহ আলো।

যুবক — বাঃ—

বৃদ্ধ — ভালো তবলাও বাজায়। ওকে বাদ দিয়ে পাড়ার ফাংশনই হয় না।

যুবক — বেশ গুণী ছেলে আপনার। আমি আসব একদিন। এই আপনার লাঠি, চা আর মুড়ির ঠোঙা। আজ তবে আসি।

বৃদ্ধ — এসো বাবা। বেঁচে বর্তে থাকো। (যুবকের প্রস্থান) হা ভগবান, অন্ধই যদি করলে প্রাণটা রাখলে কেন? এ তোমার কেমনতর বিচার? ['বাবা'—নিমাই-র প্রবেশ। সঙ্গে এক ভদ্রলোক।]

নিমাই — বাবা। এ কি! মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন? কি হয়েছে তোমার?

বৃদ্ধ — এই একটু ঠোক্কর খেয়েছি! তুই ভাবিস না। আফিস থেকে এলি, ব্যস্ত হোস্ না।

নিমাই (মুড়ি ও চা দেখে) আবার রাস্তায় বেরিয়েছিলে? কেন? এমনকি তোমার দরকার পড়েছিল, আমি আসা পর্যন্ত দেরি করতে পারলে না!

বৃদ্ধ চা ফুরিয়ে গেছে, মুড়িও নেই। তুই আফিস থেকে আসবি তাই—

নিমাই কালই আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

বৃদ্ধ আর যাব না—এই তোকে ছুঁয়ে পেতিজ্ঞা করছি।

নিমাই (জড়িয়ে ধরে) এই আমার বাবা। যত বয়স হচ্ছে বাচ্চাদের মত করছে। চোখ থাকলে আমার সঙ্গেই দেখতেন আফিসে যেত। এই জন্যই তো বাঙালীর ছেলের কিছু হয় না।

বৃদ্ধ কার সঙ্গে কথা বলছিস? বসতে দে।

ভদ্রলোক ঠিক আছে ঠিক আছে। এই তো বসে আছি।

বৃদ্ধ কে নিমাই? আফিসের বন্ধু? একটু চা করে দে।

ভদ্রলোক আপনি ব্যস্ত হবেন না।

নিমাই ব্যস্ত মানে? পাঁচ মিনিট বসুন না। দেখবেন। বাবা, উনি চক্ষু ব্যাঙ্ক-এর লোক। আমিই নিয়ে এলাম।

বৃদ্ধ চক্ষু-ব্যাঙ্ক? এ বুড়ো বয়সে চক্ষু ফিরিয়ে দিবি নাকি? চাকরি পেয়ে অসাধ্য সাধন করবি ভেবেছিস?

নিমাই তা যদি পারতাম বাবা

বৃদ্ধ [নিমাইকে ধরতে হাতড়ায়। নিমাই এগিয়ে আসে। বৃদ্ধ বুকে জড়িয়ে ধরে]

নিমাই তোমাকে বোঝাবার জন্যই ওনাকে বাড়ি নিয়ে এসেছি বাবা। আমার দুটো চোখ আমি দান করব।

বৃদ্ধ চোখ দান করবি? সে কি!

নিমাই নিন, বোঝান্ দেখি।

ভদ্রলোক চক্ষুব্যাঙ্কের কথা শুনেছেন তো? অনেকেই চক্ষুদান করেন। এই তো ওর আফিসের দু'জন—

বৃদ্ধ না, না। যার চোখ নেই, তার জগৎ-সংসার নেই। বড় দুঃখী সে। নিমাইর যখন পাঁচ বছর বয়স আমি রোগে অন্ধ হই। অজে প্রায় তেইশ বছর ওর মুখখানা দেখি না। সেই নিমাই এখন মানুষ। আমি তো ওকে দেখতে পাচ্ছি না।

ভদ্রলোক আপনি যা ভাবছেন তা নয়। যতদিন উনি বেঁচে থাকবেন ওর চোখ ওরই থাকবে। মরলে পর চোখ দুটি কোনো অন্ধ মানুষকে আলো দেবে। এ বড় পুণ্যের কাজ, মানুষের মত মানুষের কাজ। দেশের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত চোখ দান করে এসেছেন।

নিমাই এ আমি করবই বাবা। তুমি অমত্ ক'র না। তোমার কষ্ট দেখে আমি অনেকদিন মনস্থির করেছি। আমার যদি হাজার চোখ থাকত বাবা। আমি দেশের সব অন্ধ মানুষকে আলো দিতাম।

বৃদ্ধ নিমাই, আমার নিমাই—আমার চোখের মণি। ভগবান, আমার নিমাইকে দেখো।

ভদ্রলোক এই তো মত দিয়েছেন। আপনি ভুক্তভোগী, আপনি বুঝবেন না? তবে তো হয়েই গেল নিমাইবাবু।

নিমাই আমি জানতাম বাবা, তুমি মত করবে। তবে তোমাকে বলি, আমি সইটই সব করেই এসেছি।

বৃদ্ধ সই করে এসেছিস? ও নিমাই, এমন তো শুনেছি কতলোক কুম্ভক দিয়ে থাকে, ডাক্তার বলে মরেছে, আসলে মরে নি। তখন যদি চোখ তুলে নেয়, তবে যে অন্ধ হবি।

ভদ্রলোক আপনার কোন ভয় নেই। সব দেখেশুনে ডাক্তাররা চোখ

নেবে। চক্ষুষ্মানকে কোনো মানুষ কি অন্ধ করে দেয়? সে তো পশুর কাজ। ডাক্তারি সব রকম পরীক্ষায় যখন দেখা যাবে প্রাণ নেই, তখনই অপারেশন করে চোখ নেবে। কত বড় দান, কত বড় দায়িত্ব। আপনি কিছু ভাববেন না। আমি তবে চলি নিমাইবাবু।

নিমাই আসুন। [প্রস্থান। নিমাই পৌঁছে দিতে যায়]

বৃদ্ধ ও নিমাই? চলে গেল? ডাক্তারের সঙ্গে তুই একটু পরামর্শ করে নে। দেখ দেখি কি ঘোরে যে চলে। (নিমাইর প্রবেশ) নিমাই এলি?

নিমাই হ্যাঁ বাবা।

বৃদ্ধ ছ্যাখ্, ভালো ডাক্তার যদি না হয়? কুম্ভক সব ডাক্তারে বোঝে না।

নিমাই আচ্ছা বাবা, তুমি এত ভাবছ কেন? তুমি কি তখন থাকবে, আমি যখন মরব?

বৃদ্ধ ভগবান না করুক। পুত্রশোক যেন এই অন্ধকে সইতে না হয়। কিন্তু তোর ছেলে থাকবে, বউ থাকবে। তারা আমাকে অভিসম্পাত করবে।

নিমাই সে হবেখন। যদি কুম্ভক দিয়ে অন্ধ হয়েও ফিরে আসি তুমি তো আর দেখতে আসবে না। ছেলে বৌ-এর কথা পরে হবে।

বৃদ্ধ তুই তোর আফিসের ডাক্তারের সঙ্গে একটু কথা বল।

নিমাই কালই কথা বলব। তোমাকে নিশ্চিন্ত করব। আমি চা করি তুমি একটু রেষ্ট নাও। [নিমাইর প্রস্থান]

[নিমাই আছিস্? নিমাই? বাচ্চু ও মুরারির প্রবেশ]

বৃদ্ধ কে? বাচ্চুর গলা না?

বাচ্চু হ্যাঁ, কাকাবাবু। মুরারিও এসেছে। নিমাই বেরিয়েছে নাকি?

বৃদ্ধ এই তো আফিস থেকে এলো। বোস তোরা।

মুরারি নিমাই চাকরি পেল, আমাদের তো খাওয়ালেন না?

বৃদ্ধ খাওয়াব খাওয়াব বাবা। আমার নিমাই চাকরি পেল খাওয়াব না? দু মাস তো তোরা আসিস নি।

মুরারি এতদিন কাজ ছিল না। এখন অনেক কাজ পড়ে গেছে কাকাবাবু। [নিমাই-র প্রবেশ]

নিমাই কিরে তোরা যে?

বাচ্চু চাকরি পেয়ে মাতব্বর হয়েছিস্?

নিমাই সময় পাই না। বোস্ চা করি খা।

বাচ্চু চা খাওয়ার সময় নেই। তোর সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

নিমাই কি কথা, ফাংশনে বাজাতে হবে নাকি? ও আর হবে না, এ যা চাকরি প্র্যাকটিস করবার সময়ই পাই না।

বাচ্চু ফাংশনে গুলি মার। কাল ৩রা এপ্রিল। দিল্লীর নির্দেশ বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছি। তুই বন্ধ্ করবি তো?

মুরারি করবে না মানে? চাকরিতে ঢুকে রং পালটালি না কি?

নিমাই রং-ই কোনদিন মাখিনি, তা আবার পাল্টাব কি?

মুরারি আমাদের ফাংশনে বাজিয়ে টাকা নেবার সময় এসব কথা তো শুনিনি।

নিমাই এমনি এমনি টাকা দিয়েছিস নাকি? বাজাতে জানি ডেকেছিস, গিয়েছি, বাজিয়েছি, টাকা নিয়েছি। তা-ও তো সব টাকা দিসনি।

বাচ্চু ধানাই পানাই রাখ। কাল তোকে বন্ধ্ করতেই হবে। আমাদের 'মেন টারগেট' বাস-ট্রাম। তুই পাড়ার ছেলে তোকে আমাদের কথা শুনতেই হবে।

নিমাই সরকার তোদের এই বন্ধ্ মানছে না, বন্ধের বিরোধিতা করবে

বলেছে।

মুরারি — এই বন্ধেই সরকার খারিজ হবে দেখে নিস, খারিজ করারই মাষ্টার প্ল্যান হয়েছে। ভেবে চিন্তেই বন্ধ্ ডাকা হয়েছে। কে তোর চাকরি তখন খায় দেখব।

বাচ্চু — যদি একবার উল্টোক। স্টেটবাসের এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের এক একটা শালারে ধরব আর চাকার তলায় পিষে পিষে মারব।

বৃদ্ধ — এ তোরা কি বলছিস্? এ কি মানুষের মতো কথা হল?

নিমাই — এ-কথা তোরা ভালো বলছিস না। কই আমার হাওড়া ডিপোতে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সমর্থকরা তো তোদের শ্রমিক ইউনিয়নের কাউকে বাসের তলায় পিষে মারার কথা বলছে না।

মুরারি — বাঃ বাঃ, দু-মাসেই সরকারের বাঁয়া পেটাচ্ছিস! এবার ঢাক পেটাবি।

নিমাই — কাউকে তেলিয়ে চাকরি পাইনি যে, কারুর বাঁয়া হব। দু মাসে যা দেখছি, তা বলছি। জিজ্ঞেস করে দেখ হাওড়া ডিপোয় শ্রমিক ইউনিয়নের কাউকে।

বাচ্চু — তোর সুর ভালো না নিমাই। কোন্ পাড়ায় থাকিস জানিস? কাল আফিসে গেলে ভালো হবে না বলছি। আমরা 'নোট' করছি, প্রত্যেকটাকে দেখে নেব।

বৃদ্ধ — ও সরকারী কর্মচারী, ও বন্ধ্ করলে ওর চাকরি চলে যাবে। তোরা জোর করে বন্ধ্ করাবি? সবে যে ও ঢুকেছে।

নিমাই — চাকরি যাওয়ার কথা না বাবা। বন্ধ্ করলে চাকরি যাবে এমন কোন সার্কুলার সরকার দেয় নি।

মুরারি — তবে তোর ভয় কিসের? ওরা শাসিয়েছে?

নিমাই — সে ভয়ই ছিল।

বাচ্চু তোর কোন ডিপো বললি? হাওড়া? যে শালারা শাসিয়েছে তাদের নাম ঠিকানা নোট করে এনে দে।

নিমাই ভয় ছিল, বুঝি তোর মতো খিস্তি খেউর করবে আর শাসাবে। তা' যদি করতো, এমন অস্বস্তি পেতুম না। ওরা বন্ধের উদ্দেশ্য যা বোঝালো, আমার তখন বিশ্বাস হয়নি। এখন দেখছি তোরা সে কথাই বলছিস।

বাচ্চু কচি খোকা, ডু ডু খেয়ে চাকরিতে ঢুকেছে। এই বন্ধেই ওদের কবর দেব। সেটা ওরাও জানে, আমরাও জানি।

নিমাই মনে করেছিস বন্ধ্ হবে? আমার তো মনে হয় না।

মুরারি আলবৎ হবে! দিল্লির নির্দেশে এ বন্ধ্ হবেই।

নিমাই যদি ট্রাম বাস চলে? আফিস আদালত খোলা থাকে? যদি দলে দলে লোক আফিসে যায়?

বাচ্চু কাল কাউকে বাড়ি থেকেই বেরোতে দেব না। কাক পক্ষীও রাস্তায় নামবে না। মড়া পোড়াতে যেতেও মানুষ সাহস পাবে না। এই তুই দেখে নিস্।

মুরারি তোকে সব কথা বলা যায় না, তবু শোন। আমাদের টারগেট ট্রেন বাস ট্রাম। ও সব চললে বন্ধ্ ফেল করবে জানি। আর বন্ধ্ করতে পারলে আফিস আদালত বন্ধ হবেই। ট্রেন তো আমাদেরই। বাস ট্রাম কাল বন্ধ্ করাবই। যে ভাবে হোক্। কুরুক্ষেত্র করব।

নিমাই কি করবি? এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস চালাবে। সরকারটা উল্টিয়ে তোরা ওদের চাকার তলায় পিষে মারবি আর সে-বন্ধ্ ওরা হতে দেবে?

বাচ্চু যা জীবনে কেউ দেখেনি, দেশের মানুষ কাল তা দেখবে। কাল বোম পড়বে বিষ্টির মতো। আপসে বন্ধ্ হবে। আমাদের

চিনিস্ না নিমাই ?

বৃদ্ধ ও বাচ্চু, ও মুরারি, এ তোরা কি বলছিস্ ! বোম্ মেরে বন্ধ করবি। নিমাই আমার সাতে পাঁচে নেই, ওকে এর মধ্যে জড়াস না।

বাচ্চু ছেলে আপনার জিলিপির প্যাঁচ। আপনি অন্ধ কিস্সু জানেন না। ছেলেকে বোঝান, সতর্ক করে গেলাম। চল মুরারী।

নিমাই তোরা পিকেটিং কর। বাস ট্রাম বেরুতে দিস না। মানুষের বুকের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাতে সরকার বলেনি। পাবলিক নিয়ে পিকেটিং কর। পাবলিক থাকলে বোম্ পিস্তল লাগে না।

মুরারি শুয়োরের বাচ্চা পাবলিক। তোর মত নিমকহারামের দল। ওদের কি করে টিট্ করতে হয় আমরা জানি। মুগুরের মুখে কুকুর সোজা। বোম্ পিস্তলে পাবলিক টিট্ হয়। আজ রাতেই দেখবি। ভাল চাস তো কাল আফিসে যাস না নিমাই। চল বাচ্চু।

বৃদ্ধ তোরা ওর বন্ধু, ওর অবস্থাটা একটু বোঝ।

বাচ্চু বোঝা হয়ে গেছে। আপনাকে সাফ্ জানিয়ে যাচ্ছি। কাল রাস্তায় বেরোলে ঝাড় খাবে। চোখ খেয়েছেন, এবার অন্ধের নড়িকে খাবেন। [প্রস্থানোদ্যত]

বৃদ্ধ মুরারি, বাচ্চু ও নিমাই,—ওরা গেল নাকি ?

মুরারি সকালে এসে দেখে যাব। 'ও' যদি বন্ধ্ করে ওর প্রমোশন করাব। আর যদি আফিসে যায় রিস্ক ওর। পাড়ার ছেলে পাড়ার কথা শুনবে না ? চল বাচ্চু। [প্রস্থান]

বৃদ্ধ ওরা চলে গেল ?

নিমাই হ্যাঁ।

বৃদ্ধ কি সর্বনেশে কথা যে বলে গেল ! কত বন্ধ্ তো দেখলাম, বোম্ মেরে বন্ধ করার কথা তো শুনিনি। কাল যে মানুষ খুন হবে ! ওরা যে এমন খুনী, একথা তো আমাকে আগে বলিস নি নিমাই ? আমি অন্ধ বলে তুই কথা লুকোস্ ?

নিমাই ওরা ভালো না, জানতাম। কিন্তু বেশ তো চুপচাপ ছিল। ফাংশান করতো। এখন দেখছি—

বৃদ্ধ শীতকালে সাপ চুপই থাকে। গরমের হাওয়ায় বার হয়। তুই কাল আফিসে যাস্ না নিমাই। ওদের বিশ্বাস নেই। ওরা কাল কুরুক্ষেত্র করবে।

নিমাই তুমি বুঝতে পারছ না বাবা। ও বন্ধের উদ্দেশ্য ভালো না।

বৃদ্ধ তোর অতো ভেবে কাজ নেই। না গেলে সরকার যখন চাক্‌রি খাবে না বললি, তখন যাস্ নি।

নিমাই চাক্‌রি কি ওরা দিয়েছে যে ওদের হম্‌কিতে যাব না ? দরখাস্ত করেছি ইণ্টারভিউ দিয়েছি ; চাক্‌রি পেয়েছি। যাব কাল আফিসে।

বৃদ্ধ যদি ওরা বোম্ মারে, যদি খুন করে।

নিমাই আফিসের সবার যা হবে, আমারও তাই হবে।

বৃদ্ধ যদি একটা কিছু হয় আমি বাঁচব কি নিয়ে ? আমার যে আর কেউ নেই, হা ভগবান। চাকরি পেয়ে শেষে কি প্রাণটা খোয়াবি ? আজ যদি তোর মা থাকতো।

নিমাই আমাকে ভাবতে দাও বাবা। আমি একটু ঘুরে আসি— মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে। (জামা পরে, মাথা আঁচড়ায়)

বৃদ্ধ কিছু তো খেলি না, চা-টুকুও খেলি না।

নিমাই আর খেয়েছি।

বৃদ্ধ (চৌকি থেকে নামতে চায়) এক গাল মুড়ি খা, দুখানা

বাতাসা খা একটু জল খা।

নিমাই তুমি আবার উঠছ কেন?

বৃদ্ধ একবার বাথরুমে যাবো—

নিমাই মিথ্যা কথা।

বৃদ্ধ সত্যি বলছি।

নিমাই দাঁড়াও নিয়ে যাচ্ছি। একে আছি হাজার অশান্তিতে, তুমি আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে বসে আছো।

বৃদ্ধ আমার কিছু হয়নি, মাথায় একটু ব্যথাও হয় নি। তুই একটু ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুরেই আয় বাবা। আফিসের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে আয়।

নিমাই চলো। বাথরুমে যাবে বললে না?

বৃদ্ধ ও আমি নিজেই যাব।

নিমাই আঃ। কথার ওপর কথা বলছ কেন? ওঠো। [বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে যায়।। মঞ্চে রাতের অন্ধকার। মুহুর্মুহু বোমার শব্দ। ধারাবাহিক শব্দের মধ্যে অন্ধকার পাতলা হয়। সকালের আলো-আঁধারি। অস্পষ্ট আলোতে নিমাই বিছানা ছেড়ে ওঠে। পায়চারি করে। মানসিক দ্বন্দ্ব। মা'র ছবির সামনে দাঁড়ায়। ভেতর ঘরে উঁকি মারে। একসময় কনডাক-টারের জামাটা পরে এবং বেরিয়ে যায়। বোমার শব্দ। বৃদ্ধ প্রবেশ করে। নিমাই শুয়ে আছে ভেবে হাতড়াতে থাকে।]

বৃদ্ধ ও নিমাই শুনছিস? ওরা বাসে-ট্রামে বোমা মারছে। ওরা কুরুক্ষেত্র করছে। বাচ্চু মুরারি যা বললে তাই তো হচ্ছে। বোমা মেরেই বন্ধ করবে। তুই আফিসে যাস না নিমাই। আমার মন ভালো বলছে না। তোর কিছু হলে আমি বাঁচব না যে। (নিমাইকে পায় না) কোথায় গেলি নিমাই?

(দেওয়ালের হুকে জামা খোঁজে) আফিসে গেল? যদি বাসে বোমা মারে? যদি আমার নিমাইর—(বাচ্চুর প্রবেশ)

বাচ্চু নিমাই কোথায়?

বৃদ্ধ কে? বাচ্চুর গলা না।

বাচ্চু হ্যাঁ। নিমাই কোথায়?

বৃদ্ধ আফিসে গেছে।

বাচ্চু শালা দালাল। তোর দিন ঘনিয়ে আসছে।

বৃদ্ধ তোরা কার দালাল? অ্যাঁ? বোমা মেরে বন্ধ্ করিস—শয়তান। লোকে তোদের বন্ধ্ সমর্থন করবে ভাবছিস?

বাচ্চু গ্যাখগে বন্ধ্ হচ্ছে কিনা। বাসকে বাস জ্বলছে। শুয়োরের বাচ্চা পাবলিক ঘরে সেঁধোচ্ছে। ট্রাম বাস ফাঁকা।

বৃদ্ধ মানুষ তোদের ঘেন্না করবে।

বাচ্চু সব শালার মুখ সিল করে দেব। (মুরারির প্রবেশ)

মুরারি পুলিস তাড়া করছে। পালা বাচ্চু। মালের থলে?

বাচ্চু মাল ঐ চকির তলায় রাখ। দেওয়াল টপকে পালাবো।

[দু'জন চকির তলায় ঢোকে।]

বৃদ্ধ কি রাখছিস তোরা? সরকারী কর্মচারীর বাড়ি—পুলিশ সার্চ করলে নিমাইর জেল হবে, চাকরি যাবে।

মুরারি পুলিশকে করতে হবে না। নিমাইর বিচার করব আমরা। দু'দিন সবুর কর বুড়ো শকুন।

বৃদ্ধ বদমাস্। খুনী, শয়তানের দালাল। আমার নিমাইকে খাবি? এতদিন তোদের চিনতে পারি নি—আজ তোদের একদিন আমার একদিন। [বৃদ্ধ ওদের বেরুবার পথ বন্ধ করতে চায়। দূরত্ব রেখে উবুর হয়ে বসে হাতের লাঠি মেঝেয় পেটাতে থাকে।] বেরোবি তো মাথা চৌচির করে দেব।

বাচ্চু বেরুতে দে—ভালো হবে না বলছি। বোম্ মেরে উড়িয়ে দেব।

বৃদ্ধ কে কোথায় আছ শীগ্গির এসো। কারা বোম্ মারছে দেখে যাও—।

মুরারী লাঠিটা টেনে ধর বাচ্চু।

বাচ্চু জোর চালাচ্ছে যে—শকুনটার গায়ে এত জোড়।

মুরারি মার বোম্।

বাচ্চু মার বোম্? শালা বোকার মত কথা বলে। এই ছোট্ট ঘরে বোম্ চার্জ করলে আমাদেরও তো লাগবে। বুড়োটাকে আগে কাৎ করে ঘর থেকে বেরুতে হবে। তারপর শালা বাইরে থেকে জান্‌লা দিয়ে ঝাড়ব, দেখি তুই সরে যা।

[মুরারি সরে যায়। বাচ্চু তাক করে হঠাৎ বুড়োর লাঠিটা ধরে ফেলে এবং হেঁচকা টান মারে ; বুড়ো হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চু ও মুরারি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাইরে মুরারির গলা শোনা যায় "ঝাড এবার—জোর চার্জ কর।"]

বৃদ্ধ বাঁচাও, বাঁচাও, আমাকে খুন করলে, বোমাবাজরা আমাকে খুন করলে। কারা বোম্ মারছে দেখে যাও।

[এমন সময় ঠিক জানালার উপর বোমা বিস্ফোরিত হয় কিন্তু বাইরে বিস্ফোরিত হওয়াতে, বৃদ্ধের গায়ে লাগে না। স্টেট বাসের কনডাক্টরের পোশাক-পরা এক যুবকের প্রবেশ।]

বৃদ্ধ পুলিশ এসেছে? শীগ্গীর ওদিকে যান। বাচ্চু মুরারি, বোমা মেরেছে। দেয়াল টপকে পালালো। আমার সঙ্গে আসুন।

যুবক আপনি নিমাইবাবুর বাবা?

বৃদ্ধ আমার নিমাই আফিসে গেছে। ও কিছু জানে না—ঐ বাচ্চু

মুরারি বোমা মেরেছে—আমার সঙ্গে আসুন—এখনো হয়তো ধরতে পারবেন। পুলিসের ভ্যান বার করুন।

যুবক আমি পুলিসের লোক না।

বৃদ্ধ তবে ওই শয়তানদের সাকরেদ? (গর্জে ওঠে) খবরদার, মাথা দুভাগ করে দেব।

যুবক আমি আপনার ছেলের বন্ধু। একসঙ্গে চাকরি করি। আমার সঙ্গে চলুন।

বৃদ্ধ কোথায় যাব?

যুবক আপনার ভয় নেই। আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন—নিমাইর মত খাঁকি জামা গায়ে আছে।

(বৃদ্ধ পরীক্ষা করে দেখে)

বৃদ্ধ আমার নিমাইর কি হয়েছে?

যুবক চারদিকে গোলমাল, আপনি অন্ধ মানুষ, একা থাকবেন—নিমাই নিয়ে যেতে বলল।

বৃদ্ধ সত্যি বলছ? তোমার বাবার নামে শপথ করে বল সত্যি বলছ?

যুবক সত্যি বলছি—আপনি আমার বাবার মত। নিমাই নিয়ে যেতে বলেছে।

বৃদ্ধ নিমাই বলেছে? পাগল ছেলে আমার—আমি অন্ধ বলে ও কষ্টে মরে আছে। দু'চোখ তিনি দান করে এসেছেন—অন্ধজনকে আলো দেবে। ঐ দেয়ালে লিখে বাঁধিয়ে রেখেছে, ছাখো চেয়ে।

যুবক ওর মতো ছেলে হয় না। বীর ছেলে।

বৃদ্ধ এতো যে বোমা মারছে তার কিছু হয় নি তো বাবা। আমার নিমাইর কিছু হয় নি তো?

যুবক আপনি দেরী করবেন না। গোলমাল বাড়ছে—তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে।

বৃদ্ধ জীবনে এমন বনধ্ দেখিনি গো—ওরা মানুষ খুন করে বনধ্ করতে চায়—এ কেমনতরো বনধ্ গো।

যুবক আপনি চলুন—চারিদিকের অবস্থা ভালো না—

বৃদ্ধ চলো বাবা। আমাকে একটু শক্ত করে ধরো—নিমাই নিমাই করে অর্দ্ধেক হয়ে গেলাম। [প্রস্থান]

[হাসপাতালের দৃশ্য। প্রতীকী মঞ্চ। ডাক্তার। নিমাইয়ের চোখে মুখে ব্যাণ্ডেজ। হুঁশ এসেছে। নিক্ষিপ্ত বোমায় নিমাই হু'চোখ হারিয়েছে]

নিমাই বাবা। বাবা এসেছ? আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন?

[বৃদ্ধ ও যুবকের প্রবেশ]

বৃদ্ধ হাসপাতালের গন্ধ পাচ্ছি। আমাকে হাসপাতালে আনলে কেন? কে তুমি? আমার নিমাই কোথায়?

নিমাই বাবা—বাবা। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন?

বৃদ্ধ আমার নিমাইব গলা না? নিমাই—

যুবক আপনি হাসপাতালেই এসেছেন। নিমাইবাবু বোমার ঘায়ে একটু জখম হয়েছে।

বৃদ্ধ নিমাইকে ওরা বোমা মেরেছে? কোথায়, কোথায় আমার নিমাই? (হাতড়াতে থাকে) নিমাই—আমার বাবা—

[নিমাই শয্যায় চঞ্চল হয়]

নিমাই বাবার গলা না? বাবা এসেছো? ডাক্তারবাবু, আমার বাবা এসেছে?

যুবক নিমাই, তোমার বাবা।

নিমাই বাবা তুমি কোথায়? আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমার কাছে এসো।

বৃদ্ধ দেখতে পাচ্ছিস না? তুই তো অন্ধ না নিমাই। [দু'জন হাতড়াতে হাতড়াতে দু'জনের হাত ধরে]

নিমাই ওরা যে আমায় অন্ধ করে দিল বাবা।

বৃদ্ধ নিমাই! আমার চক্ষের মণি!

ডাক্তার উত্তেজনা ঠিক হবে না। ওঁকে নিয়ে যান। আপনার ভয় নেই। দুচার দিনের মধ্যে বাড়ী যাবে আপনার ছেলে।

নিমাই চক্ষু ব্যাংকের লোককে বলো বাবা, আমি তো চক্ষু দান করেছিলাম। ওরা আমার চোখ কেড়ে নিল।

[ডাক্তার ইঙ্গিত করে। ওরা বৃদ্ধকে সরিয়ে নিতে চায়। হাসপাতাল সরে যেতে থাকে।]

বৃদ্ধ আমি যাব না, আমি যাব না। আমাকে কোথায় রেখে গেলি নিমাই?

যুবক আমরা আছি বাবা। আমরা আপনার ছেলে। আফিস জুড়ে আপনার হাজার ছেলে আছে। নিমাই আমাদের ভাই। দু'চোখ দিয়ে ও' আমাদের গর্ব হয়ে উঠেছে বাবা। (হাসপাতাল সরে যায়)

বৃদ্ধ সারাজীবন ধরে ঐ নিষ্ঠুর ভগবানটাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি, আমাকে রোগে অন্ধ করলি কেন? তুই অভিশাপ দে নিমাই, যারা তোর দু'চোখ কেড়ে নিয়েছে, তাদের তুই অভিশাপ দে।

যুবক আপনি ভেঙ্গে পড়বেন না।

বৃদ্ধ না, না, আমি ভেঙ্গে পড়ছি না। বসন্তে যখন আমার দু'চোখ খেলো তখন আমি ভেঙ্গে পড়িনি। যমে যখন নিমাইর মাকে নিল, আমি ভেঙে পড়িনি। আজ ঐ শয়তানরা নিমাইর চোখ নিল, আমি ভেঙ্গে পড়ছি না। তোমরা আমাকে শোনাও, ওরা কি করে এই কুরুক্ষেত্র করল।

অভয়া

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' অবলম্বনে

চরিত্র

অভয়া শ্রীকান্ত রোহিণী বর্মী রমণী

চৌধুরী ধুরীর ভাই মিঃ রায় খুড়ী

তরুণ

অভয়া

প্রথম দৃশ্য

[অভয়া তার মাকে হারিয়েছে। মা'র শ্রাদ্ধ সমাপ্ত। চিন্তিত মনে বসে আছে। বিধবা খুড়ীর প্রবেশ।]

খুড়ী অভয়া, মার কাজতো ভালোয় ভালোয় করলি। এবার. তুই কি করবি? স্বামীর ভিটেয় যাবি?

অভয়া স্বামীর ভিটে যে কী, সে আমি আজও জানি না খুড়ী। শুনেছি ভাশুর দেওর আছে। মা বেঁচে থাকতে অনেকবার যেতে চেয়েছি। পরিষ্কার বলে দিয়েছে, 'বিয়ের পর যখন বাপের বাড়ি থাকতে পেরেছে, বাকি জীবনটাও থাক্।' বলো খুড়ী, অপরাধ কি আমার? আমাকে এখানে রেখে চাকরি করতে গেছেন, ফিরে এসে নিয়ে যাবেন। আট বছর কাটল এমনি করে।

খুড়ী তার কোন খোঁজ পেলি?

অভয়া পেয়েছি। তিনি বেঁচে আছেন। বর্মা মুল্লুকে চাকরি করছেন। কিন্তু বারবার চিঠি দিয়েও কোন জবাব পাই নি।

খুড়ী আমি যতদিন আছি ততদিন না হয় তোকে আগলে রাখলাম। কিন্তু তারপর তোকে কে দেখবে?

অভয়া সে তো ঠিকই খুড়ী। আমার স্বামী আছে; সিঁথেয় জগজগ করছে সিঁদুর, হাতে নোয়া, শাঁখা। অপরে আমাকে দেখবে কেন? আমি স্বামীর কাছে যাব।

খুড়ী সে তো সেই-ই বর্মা মুল্লুক। বৌমানুষ সেখানে যাবি কি করে?

অভয়া সাবিত্রী যদি তার স্বামীর জন্য স্বর্গে যেতে পারে আর আমি বর্মায় যেতে পারব না? তুমি তো মেয়েমানুষ, বলো খুড়ী

স্বামীর খোঁজে স্ত্রী যাবে, তাতে অন্যায়টা কি ?

খুড়ী কিন্তু মা এটা সত্য যুগও নয় আর তুই সাবিত্রীও নস—তুই ভদ্দর সমাজের বৌ, সমাজ বলে তো আছে, সবাই যে ছি, ছি করবে।

অভয়া সত্যযুগ নয় বলেইত পারব খুড়ী। গাঁয়ে চেয়েচিন্তে, ঝাঁটা লাথি খেয়ে পড়ে থাকলে, সমাজ যদি ছি, ছি, না করে, স্বামীর খোঁজে গেলে ছি ছি করবে কেন ? তুমি আশীর্ব্বাদ কর খুড়ী, আমি যেন স্বামীকে পাই, ঘর পাই সুখ পাই।

খুড়ী প্রাণ ভ'রে করি মা, কিন্তু একা যাবি কি করে ?

অভয়া রোহিণীদার পায়ে ধরব, আমার জন্যে সে অনেক করেছে, যদি সঙ্গে যায় !

খুড়ী অভয়া, কি বলছিস্ !! সে শত হলেও পরপুরুষ, একটা পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যাবি ?

অভয়া ছি ! খুড়ী, বেরিয়ে যাচ্ছি না তো। স্বামীকে খুঁজে বার করতে যাচ্ছি।

খুড়ী সে মা কেউ শুনবে না। চরিত্রে কলঙ্ক দেবে লোকে।

অভয়া চরিত্রটাতো আমার খুড়ী, আর সমাজের কথা বলছ ? সমাজ তো আমাকে স্বামীর ভিটেয় ফিরিয়ে দিতে পারল না। স্বামী তো বেঁচে আছে, কাজ করছে। কই সমাজ তো আমার স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য করতে বাধ্য করতে পারল না। আমি যাবই খুড়ী।

খুড়ী মেয়ে মানুষের এত বাড় ভাল না। আমি হ'লে তারই আশায় এই ভিটেয় পড়ে থাকতাম। একদিন সে আসতই।

অভয়া যদি সে না আসে ? যদি খবর পেতে স্বামী বেঁচে থেকেও আসচে না ?

খুড়ী স্বামীসোহাগ কপাল মা। আমি যদি সতী হয়েই থাকি, একদিন সে আসবেই।

অভয়া শুধু বিশ্বাস করে আমি তোমার মতো শেষ হতে চাই না খুড়ী। তুমি বিয়ের মন্ত্রে বিশ্বাস করো?

খুড়ী সে যে শাস্তর? কে না করে?

অভয়া আমার স্বামী তো আমারই সঙ্গে মন্ত্র পড়েছিল। কই সে তো মন্ত্র মেনে স্ত্রীকে দেখছে না খুড়ী? সমাজকেতো দেখলাম না তাকে বর্মা থেকে ধরে এনে সাজা দিতে? সব দায় দায়িত্ব আমার? তুমি মেয়েমানুষ, আমার ব্যথাটা বুঝবে খুড়ী। এখানে পড়ে থেকে শুকিয়ে মরার চেয়ে নিজের স্বামীকে খুঁজে বার করে যদি বাঁচতে পারি সে কেন অন্যায় হবে? আর তাতে আমি অসতীই বা হব কেন? রোহিণীদা যদি রাজি হয় আমি বর্মা যাব।

খুড়ী যদি না হয়?

অভয়া একা যাব।

খুড়ী যদি রাজি হয়?

অভয়া গয়নাগিটি যেটুকু আছে বেচে বোঁচকা বেঁধে বেরিয়ে পড়ব।

খুড়ী এক অক্ষর নিখ্‌তে শিখেছিস্, মেমসাহেবের মতো কথা বলছিস্।

অভয়া [হেসে] না গো, না খুড়ী। তোমার দেশের এই অজ পাড়াগাঁয়ের অভয়া বৌটিই কথা বলছি। বলো খুড়ী, সত্যি বলো, আমি কুলটা? কলঙ্কিনী?

খুড়ী শত্তুরেও তোকে এ কলঙ্ক দেবে না মা। রূপে গুণে সাক্ষাৎ পতিমা।

অভয়া তবে কেন আমাকে খোঁজ করে না?

খুড়ী কপাল মা কপাল।

অভয়া কপাল যখন এই ভিটেয় বসে থাকলে ভাঙবে, তখন না হয় একবার খুঁজেই দেখি। সমাজের কলঙ্কের ভয়? সমাজ আমাকে স্বামী দিতে পারে না, ঘর দিতে পারে না, তার কলঙ্ক দেবার ভয়ে জীয়ন্তে মরব কেন খুড়ী?

['অভয়া'—রোহিণীর কণ্ঠ]

অভয়া ঐ রোহিণীদা এলো খুড়ী। এসো রোহিণীদা।

খুড়ী আমি যাই অভয়া। ভেবে চিন্তে কাজ করিস মা [প্রস্থান]

অভয়া তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন স্বামী খুঁজে পাই।

[রোহিণীর প্রবেশ]

রোহিণী তোমার শ্বশুর বাড়ি থেকে এলাম। খোঁজ পেলাম তোমার স্বামী বার্মায়ই আছে। তবে সেই পুরানো কথা—এক রকম তাড়িয়ে দিলে।

অভয়া কেন তুমি আবার গিয়েছিলে? তোমার সম্মান নেই? আমার সম্মান নেই?

রোহিণী সে যে তোমার স্বামীর ভিটে, তাতে তোমার অধিকার আছে।

অভয়া —দাঁড়াও রোহিণীদা, স্বামীর ওপর অধিকার আগে পাকা হোক, তবে তো তার ভিটের ওপর।

রোহিণী স্বামীর ওপর অধিকার মানে? বিয়ে করা বউ তুমি, দশজনে সাক্ষী। পরিষ্কার মন্ত্র পড়ে বিয়ে।

অভয়া শাস্ত্রের মন্ত্রগুলি শুনেছি জ্যান্ত। তবে সে মন্ত্র তোমাদের পুরুষের বেলা কখনও কাজ করে না। যত করে আমাদের মেয়েদের বেলা। রোহিণীদা, কই বিয়ের জ্যান্ত মন্ত্রের জোরেও আমার স্বামী তো ছ'বছর হল আমার কোন খোঁজ নিচ্ছেন না?

রোহিণী অভয়া, তোমার অবস্থা আমি বুঝি। তাঁর কোন আপদ বিপদ ঘটেনি তো ?

অভয়া সেই ভয়-টুকুই সম্বল রোহিণীদা। তাই ঠিক করেছি বর্মা যাব।

রোহিণী বর্মা যাবে !

অভয়া তাঁকে খুঁজে বার করবই। সেটা কি আমার অন্যায় কাজ হবে ? তুমি আমাকে নিয়ে চল। তুমি অনেক করেছ রোহিণীদা। তুমি থাকলে ওঁকে ঠিক খুঁজে পাব।

রোহিণী অভয়া কি বলছ তুমি ! গাঁয়ের সমাজটা ভুলে যেও না। দুজনকেই কলঙ্কিত করে শাস্তি দেবে।

অভয়া খুড়ী যা বল্ল, তুমিও তাই বল্লে, রোহিণীদা। তোমরা সবাই সমাজটাকে দেখলে, আমাকে তো দেখলে না, আমি বাঁচব কি নিয়ে ?

রোহিণী আমি কিছু বলছি না, অভয়া। বলবার জোরও পাচ্ছিনা। পরপুরুষ, পরস্ত্রী—সমাজ একে ক্ষমা করবে না।

অভয়া তবে কি সারাটা জীবন ধরে এখানে পড়ে পড়ে শাস্তি পেতে হবে ? আমি তো কোন অপরাধ করিনি। আমি যাব রোহিণীদা। বেশ তোমার দরকার নেই। আমার গয়নাটুকু বেচে এনে দাও। মরিই যদি, যে-সমাজ একবার চোখ মেলে দেখল না, তার দয়া চেয়ে মরব না।

রোহিণী আমার বাড়ি ফেরার পথ চিরকালের জন্যে বন্ধ হবে যে।

অভয়া আমি তোমার সমাজে ফেরার পথ বন্ধ করতে চাইনা রোহিণীদা। তবে দোহাই তোমার, তোমরা পুরুষ মানুষরা, তোমাদের অপরাধ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে ঘাড় মটকে মেরো না। তাতে তোমাদের গৌরব বাড়বে না। [উঠে গিয়ে পুঁটলি নিয়ে আসে। রোহিণী বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে থাকে।] এই

আমার সামান্য পুঁজি। দু-পাঁচ টাকা যা পাব, তাতে জাহাজ খরচ, আর তাঁকে খুঁজে পেতে যে-কদিন লাগে সে-কদিন চিঁড়ে মুড়ি খেয়ে থাকা নিশ্চয়ই যাবে। অমন করে দেখছ কি? ভাবছ পারব না? স্বার্থটা যে আমার রোহিণীদা।

রোহিণী [চারিদিকে দেখে নিয়ে] আমি যদি যাই অভয়া।

অভয়া রোহিণীদা আমি জানি, তুমি যাবে। তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই। তোমার সমাজ আমাদের যাই বলুক না কেন, আমরা কখনো কোন কলঙ্কের কাজ করছি না। তুমি আমাকে স্বামীর ঘরে নিয়ে যাচ্ছ। ভগবান সাক্ষী, আমরা কলঙ্কী নই।

রোহিণী অভয়া, অভয়া যদি খুঁজে না পাও?

অভয়া তোমাকে ছেড়ে দেব। তুমি তোমার সমাজে ফিরে আসবে।

রোহিণী আর তুমি?

অভয়া দুর্যোগের রাতের নৌকা, যেখানে তীর পায় সেইটাই তার আশ্রয় রোহিণীদা।

রোহিণী দাও তোমার পুঁটলিটা [রোহিণী পুঁটলিটা নেয়]

অভয়া রোহিণীদা তোমার ঋণ কোনদিন ভুলতে পারব না।

রোহিণী [ঘন হয়ে দাঁড়ায়] অভয়া, [কিছু বলতে পারেনা দ্রুত চলে যায়]

অভয়া রোহিণীদা তুমি কলঙ্কী নও—আমি কলঙ্কী নই—কঙ্কণও নই —এই মাটি, ওই আকাশ সাক্ষী।

[এক জটিল মানসিকতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান বার্মা। অভয়া-রোহিণীর গৃহ। অভয়া ঘর গোচাচ্ছে— রোহিণী বসে]

অভয়া — রোহিণীদা, জ্বরটা কিন্তু নেই। কাল রাতে ভাত খেয়েও যখন জ্বর এল না, তখন আর আসবে না। আমি দেখি ওষুধটা পাই কি না।

রোহিণী — জানালাটা খুলে দাও অভয়া। [জানালাটা খুলে দেয়, রোহিণী জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে দেখে]

অভয়া — জাহাজের কষ্ট, সমুদ্রের হাওয়া তোমার সইল না।

রোহিণী — প্রথম তো। [অভয়া বাক্স খুলে পয়সা বার করে]

অভয়া — প্রথম তো আমিও। আমরা মেয়েমানুষ তোমাদের চেয়ে ঢের বেশী সইতে পারি।

রোহিণী — একটু গরম চা যদি কর।

অভয়া — তোমার ওষুধটা এনেই দিচ্ছি।

রোহিণী — অভয়া, জাহাজের সেই ভদ্রলোক না? মনে হয় বাড়ি খুঁজছেন।

অভয়া — কে? শ্রীকান্তবাবু? [অভয়া জানালায় দাঁড়িয়ে ডাকে] শ্রীকান্তবাবু, ও শ্রীকান্তবাবু, এই যে, এই বাড়ি। [শ্রীকান্তের প্রবেশ] তিন দিন হল, একবার পায়ের ধূলো দিলেন না। এ রকমটাতো কথা ছিল না। জানতাম যারা লেখেন টেখেন তারা দয়ালু হন, আপনি উল্টো দেখছি। আমার সেই কাজটাও নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন?

শ্রীকান্ত — ছুটির পর অফিসে এমন কাজ জমে যায় ২।১ দিন ফুরসৎ পাওয়া কঠিন। আজও অফিস, তবে তেমন তাড়া নেই। তাহলে ডেরা একটা হল? রোহিণীদা কেমন আছেন?

অভয়া জ্বর নেই। আজ ভাত খেয়েছে। একটু সাহায্য করবেন শ্রীকান্তবাবু? ওষুধটা কাল রাত থেকে ফুরিয়ে গেছে, দোকানও চিনি না। একটি বার এনে দেবেন?

শ্রীকান্ত সে তো দিতেই হবে। রোহিণীদা, কেমন বুঝছেন বর্মামুল্লুক?

রোহিণী বুঝবার সময়ই তো পেলাম না শ্রীকান্তবাবু।

অভয়া [পয়সা দিয়ে] আমি ততক্ষণে চায়ের জল বসিয়ে দেই। চা খেতে খেতে কথা বলা যাবে।

শ্রীকান্ত তাই হোক। [প্রস্থান]

রোহিণী বড় ভালো লোক শ্রীকান্তবাবুটি।

অভয়া জাহাজে আমাকে কথা দিয়েছেন ওকে খুঁজে বার করে দেবেনই। [চায়ের কাপ ডিস বার করতে থাকে]

রোহিণী তুমি এর মধ্যেই সব বলেছ অভয়া।

অভয়া বিভুয়ে একজন ভালো লোক পেলাম, সব বলে ফেলেছি। [বলতে বলতে চলে যায়। বাইরে থেকে বলে] তাছাড়া ওর সাহায্য না পেলে তাঁকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

রোহিণী [নীরব]

অভয়া কি হল রোহিণীদা? কথা বলছ না যে? [ব্যস্ত হয়ে ঢোকে] এমন ভয় পাইয়ে দিতে পার। [শ্রীকান্তের প্রবেশ] কি হয়েছে তোমার?

শ্রীকান্ত কি হল রোহিণীদার?

অভয়া আপনারা পুরুষমানুষরা চিরকালই মেয়েদের কষ্ট দিয়ে আরাম পান। কথা বলতে বলতে এমন চুপ করল যে বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। [শ্রীকান্ত হেসে ওঠে. অভয়া হেসে চলে যায়]

শ্রীকান্ত এই ওষুধ রোহিণীদা [রোহিণী ওষুধ খায়]

রোহিণী আমাকে কিছু রোজগার করতেই হবে শ্রীকান্তবাবু। উনি তো

তাঁকে শীঘ্র খুঁজে পাচ্ছেন ; [চা নিয়ে অভয়ার প্রবেশ] আর আমার দেশে ফেরার পথও বন্ধ, এখানেই চাকরি বাকরি জুটিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব ভাবছি। [অভয়া রোহিণীর মুখে তাকিয়ে হাসে। শ্রীকান্ত দুজনের দিকে অসহায়ের মতো তাকায়। রোহিণী বলে যেন আরাম পায়]

অভয়া [শ্রীকান্তকে চা দেয়] রোহিণীদা নাও। দু'খানা আলু ভাজা তুলে নাও। তেল এক রকম দেই নি, ঝাল নুন ভালোই লাগবে। [চলে যায়]

শ্রীকান্ত এমন যত্নের হাত, নিন রোহিণীদা। আমার কপালে তো ঠাকুরের হোটেল। [কথার মধ্যে অভয়া ঢোকে].

অভয়া আসুন না এখানে। অন্তর থেকেই বলছি শ্রীকান্তবাবু।

রোহিণী চলে আসুন। যত্ন ভাগ করে নিতে আমি এতটুকু ঈর্ষা করব না। [তিনজনে হেসে ওঠে]

অভয়া রোহিণীদা আর আমি ছাড়া তৃতীয় প্রাণী নেই। বড় একা বোধ করছি।

শ্রীকান্ত সে অভাব দূর করে দিচ্ছি। পাশেই ৮-১০টা বাড়ির পর আমার এক হোটেলবাসী ভাই ব্রহ্মদেশীয়কে বিয়ে করে সংসার পেতেছে। ওর ওখান থেকেই আসছি। পরিচয় করিয়ে দেব।

অভয়া বেশ, ভালোই হবে। শ্রীকান্তবাবু, আমার কাজটা কতদূর করলেন ?

শ্রীকান্ত দু'একটা কথা জানতে চাইব ?

অভয়া সংকোচ কেন করছেন শ্রীকান্তবাবু ? রোহিণীদা আর আপনি ছাড়া এই মুহূর্তে আমার আর কে আছে।

শ্রীকান্ত তোমার গ্রামের নাম কি ?

অভয়া বালুচরি, আমরা উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ।

শ্রীকান্ত	শেষ চিঠি কবে পেয়েছ ?

অভয়া	আট বছর হল বর্মায় চাকরি করতে এসেছিলেন। বছর দুই চিঠিপত্র পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এই ছ'বছর কোন খবর নেই।

শ্রীকান্ত	কেন তিনি এতকাল কোন খোঁজ নেন নি, কিছু জান ?

অভয়া	না, কিছু জানি নে।

শ্রীকান্ত	যখন চিঠি পেয়েছ তখন তিনি কোথায় ছিলেন ?

অভয়া	রেঙ্গুনেই ছিলেন, বর্মা রেলওয়েতে কাজ করতেন। কিন্তু কত চিঠি দিয়েছি, কখনো জবাব পাইনি। অথচ একটা চিঠিও কোনদিন ফিরে আসে নি। আপনার জন্য মশলা নিয়ে আসি। [প্রস্থান]

শ্রীকান্ত	রোহিণীদা, আমার তো মনে হয় প্রতিটি চিঠিই ওর স্বামী পেয়েছে।

রোহিণী	তবে কেন জবাব দেয় নি ?

শ্রীকান্ত	সেটাই ভাববার। একটা কথা মনে হচ্ছে; এখানে অনেক বাঙালী বাবু দেখবেন, দেশ ছেড়ে সুন্দরী বর্মীরমণী নিয়ে ঘর সংসার পেতেছে।

রোহিণী	[কাছে এগিয়ে] আপনার কি তাই মনে হচ্ছে শ্রীকান্তবাবু ?
[অভয়ার প্রবেশ]

অভয়া	শ্রীকান্তবাবু, তিনি বেঁচে নেই তাই কি আপনার মনে হয় ?

শ্রীকান্ত	বরং ঠিক তার উল্টো। তিনি যে বেঁচে আছেন একথা আমি শপথ করে বলতে পারি।

অভয়া	আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক শ্রীকান্তবাবু, আমি আর কিছু চাই না। তিনি বেঁচে থাকলেই হলো।

শ্রীকান্ত	[মৌন হয়ে থাকে]

অভয়া আপনি কি ভাবছেন আমি জানি।

শ্রীকান্ত জানো?

অভয়া জানি নে? আপনি পুরুষমানুষ হয়ে ভাবতে পারলেন, আর আমার মেয়েমানুষের মনে সে ভয় হয় নি?

শ্রীকান্ত কী করবে যদি তাই হয়?

অভয়া আমার সে বিপদের দিনে আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন? আমার রোহিণীদাদা বড় সাদাসিধে ভালোমানুষ।

শ্রীকান্ত নিশ্চয়ই করব। কিন্তু সে বিপদ যদি ঘটে—

অভয়া ভাবছেন দুর্বল মেয়েমানুষ সে বিপদে কি করবে?

শ্রীকান্ত মানে; আমি ঠিক—

অভয়া মেয়েরা দুর্বলই বটে। আপনারা আমাদের অবলা বলে যত পৌরুষ ফলিয়েছেন, বোধকরি সংসারে তার তুলনা হয় না। আমার স্বামীটি যদি ঐ কাজ করেই থাকে জানি না আপনাদের মুখ কত উজ্জ্বল হবে।

[অভয়া কাপ ডিস হাতে করে চলে যায়]

রোহিণী শ্রীকান্তবাবু আমি এতক্ষণ ভেবে দেখলাম ওরকমটা অসম্ভব কিছু নয়।

শ্রীকান্ত ওটাই ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস। অভয়া বড়ো চঞ্চল হয়ে পড়েছে। ওকে ডাক্‌ছি না। আমাকেও আপিসে যেতে হবে। শীঘ্র আবার আসব। [প্রস্থান] [রোহিণী জানালার পানে মুখ করে বসে থাকে। ক্ষণিক নীরবতা—বিস্ময়ে ডেকে ওঠে]

রোহিণী অভয়া, অভয়া দেখে যাও, শিগগির এসো [অভয়ার প্রবেশ] কাঁদছিলে অভয়া?

অভয়া কক্ষণও না। ডাক্‌ছ কেন?

রোহিণী দেখ দেখ, মেয়েপুরুষের লড়াই, তাজ্জব ব্যাপার। দরজার কাছে চলো। [রোহিণী টুলে বসে, অভয়া পেছনে দাঁড়ায়।] [সামনে রাস্তা। সম্মুখ মঞ্চে এক অভিজাত বর্মীরমণী, তার সঙ্গে একটি তরুণ, নেশায় টলছে]

রমণী বড় জ্বালাতন করছ, বলছি কিছু নেই, দিতে পারব না।

তরুণ অল্প কিছু দে। [রমণী এগোয়, তরুণটি সঙ্গে সঙ্গে চলে]

রমণী অসভ্যতার একটা সীমা আছে

তরুণ [পথ আগলে দাঁড়ায়]

রমণী পথ ছাড়্—

তরুণ ছাড়বার জন্য তো ধরি নি। কি আছে ছাড়—

রমণী তুই নেশা করেছিস। অকর্মা, নেশাখোর—

তরুণ তেমন করি নি, করব। সেজন্যই তো চাইছি। মাইরি কিছু দে। [হাতের ব্যাগ ধরতে যায়]

রমণী এক পা এগুবি না ; পুরুষ না জানোয়ার।

তরুণ চটছ কেন ? নেশা চড়লে মাথায় রক্ত চড়ে। দে বলছি।

রমণী চাব্‌কে নেশা ছোটাব, ছাড়্ পথ—

তরুণ তোকে তবে বিবি বলি—খুবসুরৎ বিবি। টাকা না দাও তো, [আবার ধরতে যায়]

রমণী নেশাখোর, শয়তান। তবে ত্যাখ্ [রমণী এদিক ওদিক তাকিয়ে মোটা একখানা আখ পেল। তাই তুলে প্রহার শুরু করে।] [তরুণ বিহ্বল হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকে]

তরুণ [রণে ভঙ্গ দিয়ে] পুলিশ, পুলিশ, পিয়াদা, পিয়াদা, [পলায়ন]

রমণী ধর্ ধর্ মাতাল বদমাসটাকে [তাড়া করার ভঙ্গী ক'রে প্রবল হেসে ওঠে। অভয়া ছিটকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়] আপনি ? কিছু বলবেন ?

অভয়া আমি ক'দিন হয়েছে এসেছি, বাংলা থেকে। আসুন না আমার বাসায়, ঐ যে।

রমণী এখনই? বেশ চলুন।

অভয়া আপনার ভয় করল না ভাই?

রমণী লোকটা নেশাখোর, বদমাস। ভেবেছে মেয়েমানুষ, চোখ রাঙালে কাজ হবে। রুখে দাঁড়ালে বদ পুরুষগুলি কেঁচো হয়ে যায় দিদি।

অভয়া যেটা পুরুষ মানুষের কাজ, সেটা করতে সাহস পেলেন? অতবড মানুষটাকে আখপেটা করতে হাত কাঁপল না?

রমণী নিজের সম্মান রক্ষা নিজেকেই করতে হবে। পুরুষ যদি নারীকে সম্মান না দিতে পারে, তবে আমাদের সম্মান আমাদেরই রক্ষা করতে হবে দিদি। তাতে হোক না পেটাপেটি। [হাসে]

অভয়া শুনে অবাক হচ্ছি ভাই। কোথায় যাচ্ছিলেন?

রমণী বর্মা চুরুটের নাম শুনেছেন তো? বর্মার মেয়েরা ঘরে ঘরে তৈরি করে। চুরুটের জন্য তামাক কিনতে গিয়েছিলাম।

অভয়া আপনি? কেন, আপনার স্বামী?

রমণী বাবুজী কোথায় বেরিয়েছেন। বাংলা থেকে তার দাদা এসেছেন।

অভয়া আপনার স্বামী বাঙালী?

রমণী চট্টগ্রামের বাঙালী। আপনাদের জাতের মানুষ বড ভালো লোক। আমার বাড়ি আসুন না একদিন, নিমন্ত্রণ রইল। কাছেই বাড়ি। ঐ যে।

অভয়া শ্রীকান্তবাবুকে চেনেন?

রমণী কলকাতার শ্রীকান্তবাবু? আমার স্বামীর দাদার বন্ধু। আজই

এসেছিলেন। বড় ভালো লোক।

অভয়া একটু চা খান, একটু—

রমণী আজ না, দেরী হবে দিদি। বাড়ি গিয়ে রাঁধতে হবে। উনি আমার রান্না ভালো খান; আপনাদের দেশের লোক বড় ভোজনরসিক। আমার বাড়ি আসবেন? কথা দিন?

অভয়া যাব। আপনার কাছে শিখব।

রমণী চুরুট? শেখাবো—

অভয়া চুরুট শিখবো, আরও অনেক কিছু—

রমণী কি?

অভয়া কেমন করে অতবড় জোয়ান পুরুষমানুষটাকে ঠেঙালেন সেটাও—

রমণী ---[হেসে ওঠে]

অভয়া রাস্তায় দেখলাম, অমন করে জোরে জোরে হাসলেন? লোকে যদি কিছু বলে?

রমণী সে কি দিদি? জোরে হাসি পেলে আস্তে হাসি কি করে? মেয়েমানুষ বলে আস্তে হাসতে হবে? আপনাদের দেশে মেয়েরা জোরে হাসে না?

অভয়া না, লোকে নিন্দা করে।

রমণী [অট্টহাসি। অভয়া যোগ দেয়] এই তো হাসলেন? আমার চেয়েও জোরে।

অভয়া ২০ বছরের জমা হাসি হাসলাম। বলুন ভাই, আবার আসবেন?

রমণী আপনি না, তুমি। আসব দিদি। আপনি যাবেন? সত্যি বলুন।

অভয়া যাব, তিন সত্যি।

রমণী বাঙালীরা বড় ভালোবাসতে জানে, বড় দয়া মায়া তাদের। আজ তবে আসি। নমস্কার! [প্রস্থান]

অভয়া [নমস্কার ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকে। রোহিণীর প্রবেশ]

রোহিণী অভয়া, চলে গেছে ?

অভয়া কেমন দেখলে ?

রোহিণী অভয়া, দেখ তো, আমার আবার কম্প দিয়ে জ্বর এল কি না। এ কোন্ দেশ ? ঐ বিশাল চেহারার পুরুষটাকে আধপেটা করে তাড়ালে একটা মেয়েমানুষ। রাস্তা কাটিয়ে হাসলে মেয়েমানুষ! অমন করে চোখ পাকালে মেয়েমানুষ!

অভয়া মেয়েদের শুধু মার খেতেই দেখেছ রোহিণীদা। মার দিতে দেখে আঁতকে তো উঠবেই।

রোহিণী সত্যি আঁতকে উঠেছি অভয়া। এ নতুন দেখছি।

অভয়া মেয়েদের ভেতর যে কি শক্তি আছে, তার একটু পরিচয় পেলে তো ?

রোহিণী এতখানি কি ভালো ? এই প্রকাশ্য রাস্তায়—এতখানি স্বাধীনতা!

অভয়া মানে ? স্বাধীনতার নামে তোমরা পুরুষমানুষ একটি মেয়েকে জলে ভাসিয়ে অন্যজন নিয়ে ঘর পাততে পার, স্বাধীনতার নামে আমাদের ঠকাতে পার, পেটাতে পার, আর আমরা আপত্তি করলে বাড়াবাড়ি হবে রোহিণীদা ? দাসীদের চোখ পাকানো সইতে পারছ না ? না কর্তাগিরি হারানোর ভয় করছ ?

রোহিণী আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারছি না অভয়া, তবে যা দেখলাম,—

অভয়া মেয়েদের স্বাধীনতা দিয়ে এদেশের পুরুষ কী এমন ঠকেছে বল ?

আর তোমরা মেয়েদের কষে বেঁধে তাদের জীবনটা খোঁড়া ক'রে দিয়ে কি এমন জিতেছ বলতে পার? আমারই কথাটা একবার ভাব দেখি রোহিণীদা। শ্রীকান্তবাবু যা আশঙ্কা করলেন তাই যদি সত্য হয়।

রোহিণী অভয়া, আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাই নি।

অভয়া আজ যা দেখালে রোহিণীদা, আমার বর্মা আসা এক দিক থেকে সার্থক হল। চল, বেলা হ'চ্ছে, রাঁধতে হবে না? [আলো নিভে যায়]

তৃতীয় দৃশ্য

[শ্রীকান্তের হোটেলের ঘর। এক ভদ্রলোকের প্রবেশ]

চৌধুরীবাবু॥ শ্রীকান্তবাবু আছেন নাকি, শ্রীকান্তবাবু [ভিতর থেকে— বসুন, যাচ্ছি] শ্রীকান্তের প্রবেশ।

শ্রীকান্ত হলো কিছু?

চৌধুরী মোটামুটি কিছু হলো। আপনাকে ফাইনাল জানাতে এলাম। ভাই দেশে ফিরতে রাজি হয়েছে।

শ্রীকান্ত রাজি হয়েছে?

চৌধুরী হবে না? বংশ বলে তো একটা কথা আছে। আমাদের ঘরের ছেলেরা কি পারে বেশি দিন বাউণ্ডুলে থাকতে?

শ্রীকান্ত দেখলাম তো সুখেই আছে।

চৌধুরী বর্মীদের ভয়ে মশাই, বর্মীদের ভয়ে। গল্পে শুনি আগে কামরূপের মেয়েরা ভেড়া করে ধরে রাখত। কি জানি সেকালে তারা কি করত, কিন্তু একালের বর্মী মেয়েদের ক্ষমতা তার চেয়ে এক তিল কম নয়, সে আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। যাই হোক আপনার সাহায্য চাই শ্রীকান্তবাবু।

শ্রীকান্ত ভাইকে দেশে নেবেন, সাহায্য নিশ্চয়ই করব।

চৌধুরী কাল বিকেলের জাহাজে চট্টগ্রাম ফিরে যাচ্ছি।

শ্রীকান্ত আপনার ভাই আবার ফিবে আসবেন তো?

চৌধুরী [একমুখ হেসে] শোনো কথা, ফিরে আসবে বলে কি নিয়ে যাচ্ছি?

শ্রীকান্ত মানে? তার বৌ? তাকেও তবে নিয়ে যাচ্ছেন?

চৌধুরী রাম রাম। দেশে আমাদের সমাজ আছে না? বর্মী মাগীকে নিয়ে সমাজে যাবে?

শ্রীকান্ত মেয়েটিকে জানিয়েছেন?

চৌধুরী বাপ্‌রে, তাহ'লে আর রক্ষে থাকবে? বর্মীবেটির যে যেখানে আছে রক্তবীজের মতো এসে ছেঁকে ধরবে। [চোখ মিট্‌মিট্‌ করে সহাস্য] ফ্রেঞ্চ লিভ্‌ মশাই, ফ্রেঞ্চ লিভ্‌—এ আর বুঝলেন না?

শ্রীকান্ত মেয়েটি তো তাহা'লে ভারি কষ্ট পাবে।

চৌধুরী [দুলে দুলে হাসে] শোনো কথা একবার, বর্মী বেটিদের আবার কষ্ট। এ শালার জেতের লোক খেয়ে আঁচায় না, না আছে এঁটো কাঁটার বিচার, না আছে একটা জাতজন্ম। বেটিরা সব নেপ্পি খায়, মশায় নেপ্পি খায়। গন্ধের চোটে ভূতপেত্নী পালায়! এ বেটা-বেটিদের আবার কষ্ট? একটা যাবে আরেকটা পাক্‌ড়াবে। ছোটজাত বেটারা।

শ্রীকান্ত থামুন মশাই থামুন, ছোটবড়ো জাত আমাকে শোনাবেন না। আপনার ভাইটিকে যে এই চার বছর ধরে খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, আর কিছু না হোক্‌ তারও তো একটা কৃতজ্ঞতা আছে।

চৌধুরী আপনি যে অবাক করলেন মশাই? পুরুষবাচ্চা বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে বয়সের দোষে না হয় একটা সখ করেই ফেলেছে।

শ্রীকান্ত একটা মেয়ের জীবন নিয়ে সখ? তাজ্জব লোক তো আপনি?

চৌধুরী আমি না, তাজ্জব আপনি। জাত না, ধম্ম না, চিরকালটা বেজাত, বেধম্ম নিয়ে এমনি করেই বেড়াতে হবে? ভালো হয়ে সংসার ধম্ম করে পাঁচজনের একজন হতে হবে না? [কড়া নাড়াবার শব্দ] দেখুন দেখি, ভাইটি এলো বোধহয়। আপনার এখানেই আসবার কথা।

শ্রীকান্ত [উঠে গিয়ে] আসুন, দাদা এখানেই আছেন।

চৌধুরী   শোন্, ভেবে দেখলাম শ্রীকান্তবাবুর পরামর্শটাই ভালো।

ভাই   বলো।

চৌধুরী   এ জাতকে বিশ্বাস নেই, কি জানি শেষে একটা ফ্যাসাদ বাধাবে। ব'লে যাওয়াই ভালো।

ভাই   ছেড়ে যাচ্ছি বলব ?

চৌধুরী   গবেট কোথাকার। তা হলে রক্ষা আছে ? একটা কিছু মিথ্যে বলে একবার জাহাজে ওঠ।

ভাই   একটা পথ আছে দাদা।

চৌধুরী   বল দেখি।

ভাই   রেঙ্গুনের বাজারে তামাক কিনে চুরুট করে। রংপুরের বাজারে তামাক পাতা সস্তা, তা কেনার নাম করে—

চৌধুরী   দেখলেন শ্রীকান্তবাবু, বুদ্ধি দেখলেন ভাইয়ের ? এ কি নেপ্পির জাত ; এ বাঙালী। খাসা মৎলব। বেটিদের টাকা পয়সা আছে, কিছু হাতাতে পারবি না ?

ভাই   সে কি আর ভাবি নি ? তুমি সময় দিলে না, সময় দিলে দেখতে।

চৌধুরী   শোনো কথা, সময় দেব, আমার সময় কই ? তোর জন্ম ওদিকে কি লোকসান হচ্ছে ভেবেছিস ?

ভাই   তা পুষিয়ে দেব, দেখই না।

শ্রীকান্ত   চমৎকার। আপনারা কথা বলুন, আমার আপিস আছে, উঠি।

চৌধুরী   সে যাবেন খন, এখনও ঢের দেরী। আর তো একটা দিন জ্বালাতন করব।

ভাই   তোমরা একবার গেলে ভালো হয়। ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়। একদিনেই শ্রীকান্তবাবুকে খুব মান্ত করেছে।

শ্রীকান্ত আমি যাব না। এত বড়ো অধর্ম আমার চোখের সামনে!

চৌধুরী শোনো কথা, অবাক করলেন মশাই। ধর্ম অধর্ম দেখবার চোখ খুইয়েছেন? বর্মী বেটিরে নিয়ে এখানে মজা লুটলে ধম্ম হবে, আর জাতধম্মের ছেলে জাতধম্মে ফিরে গেলে অধর্ম হবে? শাস্ত্রে বলে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধম্ম ভয়াবহ। আপনি দেখছি উল্টে গীতা লিখছেন।

শ্রীকান্ত দেখুন, এ তর্ক আমি করব না, করবার প্রবৃত্তিও নেই। তবে যা করতে চলেছেন, তা একটা নিষ্ঠুর কাজ। আপনাকেও বলি, বিবেক বিচার ছেড়ে দিন, মন বলেও কি আপনার কিছু নেই?

ভাই আপনি আমাকে অপমান করছেন—

শ্রীকান্ত মান-অপমান জ্ঞান আছে তা'হলে?

ভাই আপনি দাদার বন্ধু বলে—

শ্রীকান্ত বন্ধু নয়—পরিচিত মাত্র। তা-ও দা-ঠাকুরের হোটেলে উঠেছেন বলে।

ভাই চল দাদা, ওর সাহায্য চাই না।

চৌধুরী বাঙালী হয়ে বাঙালীর জাতধম্ম রাখতে এগিয়ে এলেন না, এটা কি ন্যায় করলেন মশাই? ধম্মে সইবে? এরই জন্য একদিন আপনাকে অনুতাপ করতে হবে বলে রাখছি।

শ্রীকান্ত অনুতাপ করছি বাঙালীর কলঙ্ক আপনার ভাইটির জন্য।

ভাই কি বললেন?

শ্রীকান্ত বলছি আপনি বর্মা মুল্লুকে বাঙালীর কলঙ্ক, মহাপাতক।

ভাই বড়ো চাকরি করেন বলে যা মুখে আসে বলবেন? আপনাকে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচতে পারি জানেন?

শ্রীকান্ত ঐ বর্মী বৌ-এর টাকায়? ঐ সাহেবী পোষাকটা, তেল

চুকচুকে নধর দেহটি সবই তো তার টাকায়।

ভাই দাদা তুমি আসবে কি না, মাথা ঠিক রাখতে পারব না বলছি।

চৌধুরী আপনি তা হ'লে শত্রুতা করবেন? ওদের ক্ষেপিয়ে দেবেন?

শ্রীকান্ত সেটাই আমার উচিত, সেটাই আমার ধর্ম হত, কিন্তু তা করব না। আপনারা যেতে পারেন।

ভাই দেখে নেব শ্রীকান্তবাবু, আমাকে চেনন না, চলো দাদা। [প্রস্থান]

চৌধুরী চাটগাঁয়ে আমার জমিদারি। যদি চাটগাঁ হত মশাই, কত ধানে কত চাল দেখিয়ে দিতাম। [প্রস্থান]

শ্রীকান্ত শুনে যান চৌধুরী মশাই, চাটগাঁয়ে আমার যাবার এখন প্রয়োজন হবে না। যদি কোন দিন যাই যেচে যাব আপনার ওখানে।

চতুর্থ দৃশ্য

[বাবু সাহেবের বাড়ি। বর্মীরমণী জিনিস পত্র গোছাচ্ছে]

বর্মীরমণী তুমি কি আরও আগে আসতে পার না ?

বাবু যেতে আসতে, কিনতে ১০-১৫ দিন লাগবে।

রমণী তুমি যেয়ো না।

বাবু রংপুরের বাজারে তামাক সস্তা। লাভ অনেক বেশী।

রমণী আমি লাভ চাই না। বেশ চলছে। ১৫ দিন! আমি ভাবতে পারছি না।

বাবু দেখতে দেখতে চলে যাবে। মোটে পাঁচশো টাকা তামাক কিনতে দিলে ? এতে আর কত লাভ হবে ?

রমণী হাতে তো নগদ টাকা আর নেই। তুমি তো সময়ও দিলে না যে জোগাড় করব।

বাবু হাজার দুই টাকার তামাক আনতে পারলে হত। দেখি আমি চাটগাঁয়ে গিয়ে কিছু দেনা করে যদি আনতে পারি। তোমার ওপরই তো বসে থাচ্ছি। এবার নিজে কিছু করি।

রমণী তুমি একথা বললে আমি মরব। ফিরে এসে আমাকে পাবে না। আমার সবই তোমার।

বাবু দেনা কিছু করব। পরে শোধ করব।

রমণী দেনা করবে কেন ? দেনা করলে মান থাকে না। তুমি যদি বল আমার তো গয়না আছে। এখনি বন্ধক রেখে টাকা আনতে পারবে।

বাবু না, না। তোমার ওটুকু নিতে পারব না।

রমণী সবই তোমার। তোমার জন্য আমি সব দিতে পারি।

বাবু তবে দাও। [খুলে খুলে দেয়]

রমণী এতে হবে ?

বাবু — যা হয়। বড় কষ্ট হচ্ছে। বড় সংকোচ লাগছে।

রমণী — তুমি অমন করলে আমি ঠিক জেনো মরব। বড় হারটাও দিই।

বাবু — দাও। [দ্রুত গিয়ে আনে ও পুঁটলি করে দেয়]

রমণী — তুমি যেয়ো না। আমার ভালো লাগছে না। আমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে।

বাবু — ক'টা তো দিন, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তুমি সব গুছিয়ে দাও। [প্রস্থান] [অভয়ায় কণ্ঠ—'ভাই']

রমণী — আসুন, আসুন দিদি। [অভয়ার প্রবেশ] আমার বড় কষ্ট।

অভয়া — কি হল? কষ্ট কেন? অসুখ বিসুখ করল নাকি?

রমণী — বাবুজী যাচ্ছেন রংপুর।

অভয়া — রংপুর কেন?

রমণী — তামাক পাতা কিনতে। বলছে লাভ বেশী হবে।

অভয়া — বেশ তো। এই যখন ব্যবসা, লাভের দিকটাতো দেখতেই হবে।

রমণী — বিদেশে না জানি কত কষ্ট হবে বাবুজীর।

অভয়া — গলা হাত শূন্য কেন?

রমণী — বাবুজীকে দিয়েছি। আপনাদের জাতের লোক যত ভালো বাসতে পারে এমন আমাদের জাতের লোক পারে না দিদি। আপনাদের মতো দয়া আর কোন জাতের লোকের নেই। আপনার তো বাবুজী আছে। বলুন সত্য কি না?

অভয়া — তাই—হয়ত হবে—

রমণী — বাবুজীকে ভালোবেসে যখন একসঙ্গে বাস করতে লাগলাম, কত লোক আমাকে ভয় দেখিয়ে নিষেধ করেছিল। কিন্তু

কারও কথা শুনি নি। এখন কত মেয়ে হিংসা করে। কি দেখছেন?

অভয়া দেখছি সেই পুরুষ পেটানো ভাই, আর এই ভাই এক কিনা।

রমণী [হেসে ওঠে] এক পেয়ালা চা খান দিদি।

অভয়া এখন না, তোমার সঙ্গে দুটি কথা বলি, তুমি কাজ কর। পরে এসে চা খাব।

রমণী তুমি আসবে দিদি? আমার মনটা বড় খারাপ থাকবে, তুমি এলে আরাম পাব। আসবে তো? রোজ আসবে তুমি। তোমাকে চুরুট করা শিখিয়ে দেব, তুমি যাতে ব্যবসা করে রোজগার করতে পার, শিখিয়ে দেব। রোজগার করলে জোর পাবে দিদি। আসবে তুমি?

অভয়া আমি রোজ আসব। চুরুট করা শিখব, হাসতে শিখব, আর সেইটা

রমণী [হেসে ওঠে] তুমি কি আমার পুরুষমানুষ ঠেঙানোটাই শুধু দেখলে?

অভয়া তোমার দুই রূপই আমাকে অবাক করেছে বোন।

রমণী আচ্ছা দিদি, রংপুর কতদূর? তুমি কখনও গিয়েছ?

অভয়া না।

রমণী সে কেমন জায়গা? অসুখ করলে ডাক্তার মেলে তো?

অভয়া মেলেগো মেলে। সেটাও একটা দেশ, সেখানেও তোমার বাবুজীর মতো মানুষ আছে। এত উতলা হলে চলে ভাই? যে মেয়ে জোয়ান মদ্দ ঠেঙায় সে এত উতলা হবে কেন?

রমণী দিদি, তোমার তো বাবুজী আছে। পার তাকে বিভূঁয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে? চুপ করে আছ কেন? বাবুজীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে এত আনন্দ জানতাম না দিদি।

অভয়া	ঘর বাঁধতে খুব আনন্দ, না? আমিও ঘর বাধতে ভালোবাসি ভাই। আচ্ছা ভাই তোমাকে বাবুজী বুঝতে পেরেছে?

রমণী	মানে?

অভয়া	মানে তোমার ভেতরটা বাবুজী ধরতে পেরেছে? এত তেজ, এত ভালোবাসা—এ সব বুঝতে পেরেছে?

রমণী	না পারলে কি ঘর টিকবে দিদি?

অভয়া	তাই হোক ভাই।

রমণী	তোমাকে তোমার বাবুজী বোঝেনি?

অভয়া	না। বুঝতে চেষ্টাই করেনি।

রমণী	তুমি কি কর?

অভয়া	আমি বোঝবার জন্যই বাংলা থেকে বর্মা এসেছি ভাই।

রমণী	বাবুজী কোথায়?

অভয়া	কেন? এখানেই আছে?

রমণী	তোমার কি হয়েছে দিদি? মন ভালো নেই? ঝগড়া করেছ বাবুজীর সঙ্গে?

অভয়া	(হেসে) দারুণ ঝগড়া। ঝগড়ায় জিততে হবে।

রমণী	তোমাদের জাতের লোক বড় রসিক দিদি। তোমার যা চোখ, তুমি জিতবেই দিদি।

অভয়া	ফুল চন্দন পড়ুক তোমার মুখে ভাই, [বাবু সাহেবের গলা]

রমণী	আমার বাবুজী এল দিদি।

অভয়া	আমি তবে উঠি।

রমণী	আমার বাবুজী সঙ্গে দুটো কথা বলবে না দিদি।

অভয়া	বলব না কেন? ডাক বাবুজীকে।

রমণী	তুমি ভেতরে এস। তোমার জাতের লোক। [বাবু ঢোকে] বাংলা থেকে এসেছেন।

বাবু নমস্কার [অভয়া প্রতি নমস্কার করে] কতদিন এসেছেন? কোথায় বাসা করলেন?

অভয়া দিন কতক হয়েছে। আপনার প্রতিবেশী।

রমণী শ্রীকান্ত বাবুর আত্মীয়।

বাবু (বিব্রত) ও

অভয়া বাবুজী যাচ্ছেন, উনি বড় উতলা হয়ে পড়েছেন। (হেসে) রংপুরে ডাক্তার আছে তো? হোটেল? থাকবার ঘর? নিশ্চিন্ত করে যান।

বাবু সেখানে তো মানুষ আছে।

অভয়া বোঝান আপনি। ফিরবেন কবে?

বাবু [এড়িয়ে যেতে চায়] আমার সব গোছানো হল তো। সময় হয়ে আসছে যে।

রমণী সেই.তো বিকেলে জাহাজ। দিদি যে বলছেন, ফিরছ কবে?

বাবু দিন পনেরো। আমি স্নানটা সেরে ফেলি—আচ্ছা নমস্কার (প্রস্থান)

রমণী তুমি রাগ করলে না তো দিদি? আমাকে ছেড়ে কখনও থাকে নি তো। মন নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে। বড় নরম মন —চোখে জল দেখলে না?

অভয়া তুমি ভাগ্যবতী ভাই। আমিও উঠি। তোমার কত কাজ।

রমণী আবার আসবে? আজই সন্ধ্যায় এসো দিদি। বিকেলে আমার বাড়ি শূন্য হয়ে যাবে—আমার বুক ফেটে যাবে—তুমি আসবে?

অভয়া [জড়িয়ে] আসব ভাই—যে কদিনে তোমার বাবুজী না ফেরে রোজ আসব। তোমার কাছে রোজগার করতে শিখব। রোজগার করলে জোর পাব যে। আমি যে জোর চাই ভাই, খুব জোর, বুক ভর্তি জোর। [আলো নেভে]

পঞ্চম দৃশ্য

[শ্রীকান্তের অফিস। রায় বাবুর প্রবেশ। কোট, প্যাণ্ট পরা, মাথায় হ্যাট]

রায় অনুমতি করেন তো আসি স্যার।

শ্রীকান্ত আসুন। কি চাই?

[রুমাল দিয়ে পানের কষ মুছে নিয়ে রায় প্রবেশ করে]

রায় নমস্কার স্যার। আপনি দেখছি বাঙালী। যাক্, নির্ভয়ে কথা বলতে পারব।

শ্রীকান্ত বসুন, বলুন।

রায় গ্রোম আফিস থেকে—

শ্রীকান্ত ও, আচ্ছা।

রায় যাক্ আরম্ভেই যখন তাড়িয়ে দিলেন না স্যার তখন সত্যি কথা সব বলব। গ্রোম আফিসের সাহেবের অত্যাচারের বিচার চাই স্যার!

শ্রীকান্ত আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ জানেন?

রায় মিথ্যা, মিথ্যা স্যার। ও আপনি একাক্ষর বিশ্বাস করবেন না।

শ্রীকান্ত এই দেখুন গ্রোম আফিসের সাহেব ম্যানেজার আপনাকে সাস্‌পেণ্ড করে রিপোর্ট দিয়েছে। হেড আফিসকে এ্যাক্‌সেপ্ট করতে বলেছে। নালিশটা সত্য?

রায় অভিযোগটা কি স্যার -

শ্রীকান্ত আপনি কাঠ চুরি করেছেন।

রায় [অদ্ভুত শব্দে হাসে] বিশ্বাস করলেন স্যার? রায় বংশের ছেলে, ভদ্র বাঙালী, চুরি করব? আর করব তো কাঠ? সাহেবগুলো—

শ্রীকান্ত এটা অফিস।

রায় একস্‌কিউজ্‌ স্যার। আপনি বিশ্বাস করলেন স্যার ?

শ্রীকান্ত কাঠের কারবারে যদি কিছু চুরি করতেই হয়, সে তো কাঠই করবেন।

রায় যাক্ যুক্তির পথে এসেছেন স্যার। আমি স্যার গীতা ছুঁয়ে হলফ করব।

শ্রীকান্ত ধর্মে খুব বিশ্বাস করেন ?

রায় করব না স্যার ? আমাদের বেদ, উপনিষদ, গীতা, শাস্ত্র আমাদের সব। যাক্ স্যার, কথা শুনেছেন যে, এই ভরসা।

শ্রীকান্ত কিন্তু চুরিই যদি না করবেন, মিথ্যা নালিশ করবে কেন ?

রায় খামাখা স্যার, খামাখা। বাঙালীর ওপর সাহেবগুলার রাগ স্যার। (এদিক ওদিক দেখে নিয়ে) বিপ্লবীর জাত যে আপনি আমি। খুনই যখন করতে হবে একটা বদনাম তো দিয়ে করতে হবে। ও জাত রাজার জাত।

শ্রীকান্ত বাঙালীতো আরো অনেক আছে। আপনাকেই ধরল কেন ?

রায় ন্যায্য কথা বলা যে বিপজ্জনক তা এতদিন শুনেই এসেছি স্যার, এবার কাগজে কলমে দেখলাম।

শ্রীকান্ত একেবারে প্রমাণ সমেত অভিযোগ।

রায় হাসালেন স্যার, হাসালেন। প্রমাণ খাড়া করতে কত সময় লাগে স্যার ? প্রোম আফিসের সাহেব দুহাতে লুঠ করতে চায়। আমি থাকলে সুবিধা হচ্ছে না। আমি স্যার সব সইতে পারি, এক সেকেণ্ড স্যার (রুমাল বার করে পানের কষ মুছে নেয়) ওই চুরি না। আমাকে সরিয়ে যদি একজন নিজের লোক বসাতে পারে তার পোয়া বারো। জলের মত পরিষ্কার স্যার। এবার মেলান, একে একে দুই। সরাতে হলে অভিযোগ আনো, আর কাঠের কারবার যখন কাঠ চুরির অভিযোগ। মোক্ষম।

শ্রীকান্ত এক বিন্দু বিশ্বাস করলাম না।

রায় স্যার !!

শ্রীকান্ত বর্মা রেলওয়েতে চাকরি করতেন ?

রায় হ্যাঁ স্যার।

শ্রীকান্ত চাকরি ছেড়েছেন, না চাকরি গেছে ?

রায় [নীরব]

শ্রীকান্ত ছ'বছর আগে চুরির অভিযোগেই কিন্তু আপনার চাকরি গেছে। সেখানেও কি আপনার 'বস' চুরি করছিল, আর আপনি বাধা দিতে গিয়ে চাকরি খুইয়েছেন ?

রায় [মাথা নীচু করে]

শ্রীকান্ত তবে চাকরি গেলেই বা আপনার বিশেষ কি ক্ষতি ? আপনার মতো কর্মিতকর্মা লোকের বর্মা মুল্লুকে কাজের ভাবনা কি ? রেলের চাকরি গেলে কদিনই বা আপনাকে বসে থাকতে হয়েছিল ?

রায় যা বলচেন তা নেহাত মিথ্যা বলতে পারি না। কিন্তু কি জানেন স্যার ফ্যামিলি ম্যান, অনেকগুলি কাচ্চা বাচ্চা।

শ্রীকান্ত কোথায় বিয়ে করেছেন ? বর্মী মেয়ে নাকি ?

রায় [চটে ওঠে] সাহেব ব্যাটা রিপোর্টে লিখেছে বুঝি ? এই থেকেই বুঝবেন শালার [জিভ কেটে থেমে যায়] আপনি বিশ্বাস করেন স্যার ?

শ্রীকান্ত তাতেই বা দোষ কি ?

রায় যা বলছেন স্যার। আমি তো সবাইকে বলি, যা করব, তা বোল্ডলি স্বীকার করব। আমার অমন ভেতরে এক বাইরে আর নেই। আর দেশেও তো কেউ নেই। এখানে যখন চিরকাল চাকরি করে খেতে হবে।

[রুমাল বার করে পানের কষ মোছে]

শ্রীকান্ত দেশ কোথায় আপনার ?

রায় বালুচরি স্যার, আমরা উত্তররাঢ়ি কায়স্থ।

শ্রীকান্ত [চমকিত হয়ে] কোথায় বললেন ?

[আপাদমস্তক দেখতে থাকে]

রায় চেনেন নাকি স্যার ? বালুচরি চেনেন নাকি ? কেউ আছে নাকি আত্মীয় স্বজন ? ছবির মতো দেশ স্যার। কয়েকশো টাকার চাকরির জন্য দাসখত লিখেছি ; দেশে জমিদারী স্যার।

শ্রীকান্ত আপনার কি কেউ নেই দেশে ?

রায় আজ্ঞে, না, কেউ কোথায় নেই। 'কাকস্য পরিবেদনা।' থাকলে কি এই শুঘ্যিমামার দেশে আসতে পারতাম ? স্যার বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি একটা যে সে ঘরের ছেলে নই। এখনও আমার দেশের বাড়িটার দিকে চাইলে, আপনার চোখ ঠিকরে যাবে। কিন্তু অল্প বয়সে সবাই মরে হেজে গেল। বললাম, দূর হোকগে, বিষয় আশয় ঘরবাড়ি কার জন্যে ? জ্ঞাতিগুষ্টিদের সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে বর্মায় চলে এলাম। স্যার বাঙালী বাঙালীকে না দেখলে, আমার বিরুদ্ধে নালিশটা—

শ্রীকান্ত আপনি অভয়াকে চেনেন ? বালুচরিতে বাড়ি ? উত্তররাঢ়ি কায়স্থ ?

রায় [চমকে ওঠে] আপনি তাকে জানলেন কি করে ?

শ্রীকান্ত যদি ধরুন সে আপনার খোঁজ নিয়ে, খাওয়া পরার জন্য এ-অফিসে দরখাস্ত করে থাকে ?

রায় ও তাই বলুন। তা স্বীকার করছি, একসময় সে আমার স্ত্রী ছিল।

শ্রীকান্ত এখন ?

রায় কেউ নয়। তাকে ত্যাগ করে এসেছি।

শ্রীকান্ত	তার অপরাধ ?

রায়	কী জানেন, ফ্যামিলি সিক্রেট, বলা উচিত নয়।

শ্রীকান্ত	তবে থাক্।

রায়	আপনি আমার আত্মীয়ের সামিল। বলতে লজ্জা নেই। ও একটা নষ্ট মেয়েছেলে। তাই তো মনের ঘেন্নায় দেশত্যাগী হলাম। নইলে সাধ করে কি কেউ কখন এমন দেশ মাড়ায় ? আপনিই বলুন না, সেকি সোজা মনের ঘেন্না ?

শ্রীকান্ত	তার এই অপরাধের কথা, আসবার সময়তো বলে আসেন নি ?

রায়	চিঠিতে লিখেছে নাকি ? তবেই বুঝুন কি চরিত্রের মেয়েছেলে হলে এ কথা আপিসে লিখতে পারে।

শ্রীকান্ত	এখানে এসেও যখন কিছুদিন চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তখনও তো লিখে জানান নি।

রায়	[হেসে] জানেন তো স্যার আমরা ভদ্দর লোক, শুধু চুপিচুপি সহ্য করতেই পারি। ছোটলোকের মতো নিজের স্ত্রীর কলঙ্ক তো আর ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে পারি নে। থাক্‌গে, সেসব দুঃখের কথা ছেড়ে দিন স্যার। এ-সব মেয়েমানুষের নাম মুখে আনলেও পাপ হয়। তা হ'লে কেসটা তো আপনি-ই ডিস্‌পোজ করবেন স্যার ?

শ্রীকান্ত	[শক্তভাবে] আমিই করব।

রায়	যাক বাঁচা গেল। কিন্তু তা-ও বলে রাখছি সাহেব ব্যাটাকে অমনি অমনি ছাড়া হবে না। বেশ এমন একটু দিয়ে দিতে হবে বাছাধন যাতে আর কখনও আমার পেছনে না লাগে। আমারও মুরুব্বির জোর আছে এটা যেন বোঝে। আচ্ছা, আমি বলি হারামজাদাকে এই হেড আপিসে টেনে আনা যায় না ?

শ্রীকান্ত না।

রায় [হাসির ছটায় ফাইলটা একটুখানি সমুখে ঠেলে দিয়ে বলল] নিন্ তামাসা রাখুন। বড়ো সাহেব একেবারে আপনার মুঠোর মধ্যে, সে খবর কি আমি না নিয়ে এসেছি ভাবেন? তা, মরুক গে, আরেকবার আমার সঙ্গে লেগে যেন দেখে। আচ্ছা স্যার, বড সাহেবের অর্ডারটা, আজই বার করে আমার হাতে দিতে পারা যায় না? লোকটাকে দেখিয়ে দিই।

শ্রীকান্ত শুনুন, বড়সাহেবের হুকুম হাতে নিয়ে আপনার লাভ নেই। আপনি আর কোথাও চাকরীর চেষ্টা দেখবেন।

রায় তার মানে?

শ্রীকান্ত তার মানে আপনাকে বরখাস্ত করবার নোট-ই আমি দেব।

রায় স্যার !!!

শ্রীকান্ত ক্ষমা করবেন, আমার দ্বারা আপনার কোন সুবিধা হবে না।

রায় বাঙালী হয়ে বাঙালীকে মারবেন না স্যার, ছেলেপুলে নিয়ে পথে বসব স্যার।

শ্রীকান্ত সে দেখার ভার আমার ওপর নয়।

রায় (হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে) আপনার পায়ে পড়ি স্যার, আমাকে মারবেন না।

শ্রীকান্ত শুনুন, একটা পথ আছে, যদি রাজি হন একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

রায় (রুমাল দিয়ে চোখ মুছে) বলুন স্যার, যা বলবেন, করবো স্যার।

শ্রীকান্ত আপনার স্ত্রী অভয়া আপনারই জন্যে বর্মায় এসেছে?

রায় অভয়া বর্মায় এসেছে! কার সঙ্গে? কোথায় উঠেছে?

শ্রীকান্ত ঠিকানা আমি জানি। সে যদি দুশ্চরিত্রা হয়, আমি কখনও

শ্রীকান্ত নিতে বলি না। কিন্তু আপনার সমস্ত কথা শুনেও যদি সে মাপ করে, তার কাছ থেকে চিঠি যদি আনতে পারেন, আমি চাকরি রাখবার চেষ্টা করে দেখব। না হলে আর আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। আমি মিছে কথা বলি না।

রায় সে কোথায় আছে স্যার ?

শ্রীকান্ত [ঠিকানা বার করে, কাগজে লিখে] এই নিন।

রায় স্যার, অভয়া কি একা এসেছে ?

শ্রীকান্ত না। গ্রামের একটি তরুণ, রোহিণীবাবুর সঙ্গে। কি হল ? পরপুরুষের সঙ্গে এলেও, স্বামীকে পেতে এসেছে। এতে আপত্তি কি ?

রায় না, না স্যার। অত নীচ আমাকে ভাববেন না। হিন্দুর মেয়ে সতীলক্ষ্মী অভয়া।

শ্রীকান্ত আমি যথেষ্ট জোর দিয়ে বলব, অমন বিদুষী, চরিত্রবতী মহিলা আমি কমই দেখেছি।

রায় যথেষ্ট, যথেষ্ট স্যার। আপনার কথাই যথেষ্ট। আমি আজই যাব। কালই আপনাকে চিঠি এনে দেব।

শ্রীকান্ত অভয়াকে কি আজ রাত্রেই নিয়ে যাবেন ?

রায় অবাক করলেন স্যার। যতদিন চোখে দেখি নি, ততদিন কোনরকম না হয় ছিলাম, কিন্তু চোখে দেখে আর কি চোখের আড়াল করতে পারি ?

শ্রীকান্ত তাকে কি একসঙ্গে রাখবেন ?

রায় এখন গ্রামের পোষ্টমাষ্টারের ওখানে রাখব। তার স্ত্রীর সঙ্গে থাকবে। তারপর দুজনে বসে সব বুঝে সুঝে নিয়ে— বোঝেনইত স্যার বর্মী বেটিরা সোজা না, জানাজানি হলে মেরে ফেলবে। বিশ্বাস করুন স্যার সেরেফ ভয়েই বর্মী বিয়ে করা।

আপনি অনুমতি করুন স্যার—

শ্রীকান্ত (উঠে) বেশ, আসুন।

রায় [পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যায়]

শ্রীকান্ত ও কি করছেন? না, না, ছিঃ ছিঃ—

রায় কী যে বলেন স্যার, আপনি আমার ঘর দিলেন, অন্ন দিলেন। যাকে বলে অন্নদাতা স্যার। [নত হয়ে প্রণাম করে]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[একটা মোড়ার ওপর রোহিণী বসে। চুপচাপ। শ্রীকান্তের প্রবেশ]

শ্রীকান্ত রোহিণীদাদা আছেন নাকি?

রোহিণী শ্রীকান্তবাবু?

শ্রীকান্ত কাব্য কাব্য ভাব নিয়ে বসে আছেন? সুখী মন!

রোহিণী সুখ উথলে উঠছে। রাখতে পারছি না শ্রীকান্তবাবু। ভিতরে যান।

শ্রীকান্ত কি ব্যাপার। খবর সব ভালো তো?

রোহিনী হু। ভেতরে যান। তিনি ঘরেই আছেন।

শ্রীকান্ত তা যাচ্ছি। [অন্য একটা মোড়া টেনে বসে] আপনিও আসুন।

রোহিণী আমি এই খানেই একটু জিরুই। (গলা চড়িয়ে) খেটে খেটে তো একরকম খুন হবার জো হয়েছে। দুদণ্ড পা ছড়িয়ে একটু বসি।

শ্রীকান্ত কিন্তু চেহারাতো খারাপ লাগছে না রোহিণীদা। এ যে খাবার পড়ে আছে। খেয়ে নিন, তারপর গল্প করা যাবে।

রোহিণী (গলা চড়িয়ে) গল্প? এখন মরণ হলেই বাঁচি তা জানেন শ্রীকান্তবাবু?

শ্রীকান্ত না, জানি না তো।

রোহিণী (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) দুদিন পরেই জানতে পারবেন।

[অভয়ার হাসি মুখে প্রবেশ]

অভয়া গরীবদের মনে পড়ল? ভালো আছেন?

শ্রীকান্ত সে সব পরে হবে। আগে শুনি হাসিখুশী রোহিণীদা আষাঢ়ের মেঘের মতো গুরুগম্ভীর হল কেন? যত্নের আহারটি অনাদরে পড়ে কেন?

[রোহিণীদা উঠে তার ছেড়া চটিতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ তুলে পটপট করে বেরিয়ে গেল। শ্রীকান্ত স্তব্ধ হয়ে রইল]
কি ব্যাপার অভয়া ?

অভয়া রাগ করেছেন।

শ্রীকান্ত তাই রোহিণীদা মরণ হলে বাঁচে ?

অভয়া জানি না। জিজ্ঞেস করলে পারতেন। এত লেখেন, মন বোঝেন না ?

শ্রীকান্ত যা বুঝেছি তা লিখেই নয় জানাবো। কিন্তু লোকটা গেল কোথায় ? [রোহিনীদা তদ্রূপ শব্দ করে ঘরে ঢুকে কারও দিকে দৃকপাত না করে জলের গেলাস তুলে এক নিশ্বাসে অর্ধেকটা ও বাকিটুকু দুই তিন চুমুকে জোর করে গিলে শূন্য গেলাসটা ঠকাস করে রেখে বলে]

রোহিণী যাক্, শুধু জল খেয়েই পেট ভরাই। আমার আপনার আর কে আছে এখানে যে ক্ষিধে পেলে খেতে দেবে ? [শ্রীকান্ত অভয়ার দিকে তাকায়। অভয়া লজ্জায় মাথা নীচু করে। আত্মসংবরণ করে বলে]

অভয়া ক্ষিধে পেলে কিন্তু জলের গেলাসের চেয়ে খাবারের থালাটাই মানুষের আগে চোখে পড়ে।

রোহিণী শ্রীকান্তবাবু, কিছু মনে করবেন না। সারাদিন খেটেখুটে ক্ষিধেয় মাথা ঘুরছিল। তাই তখন আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারিনি। কিছু মনে করবেন না।

শ্রীকান্ত না, না—

রোহিণী আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে আমার একটুকু বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন ? চাকরির একটা একরকম পাকা কথা হয়েছে। একটু আশ্রয় দেবেন ? [মুখভঙ্গীতে শ্রীকান্ত হেসে ফেলে]

শ্রীকান্ত কিন্তু সেখানে লুচি আর মোহনভোগ হয় না।

রোহিণী দরকার কি? ক্ষিধার সময় একটু গুড় দিয়ে কেউ যদি জল দেয়, সেই হয় অমৃত। এখানে তা-ই বা দেয় কে?

অভয়া মাথা ধরে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তাই খাবার করতে আজ একটু দেরী হয়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু।

শ্রীকান্ত এই অপরাধ?

অভয়া এ কি তুচ্ছ অপরাধ শ্রীকান্তবাবু?

শ্রীকান্ত তুচ্ছ বৈ কি।

অভয়া আপনার কাছে হতে পারে। কিন্তু যিনি গলগ্রহকে খেতে দেন, তিনি এই বা মাপ করবেন কেন? আমার মাথা ধরলে তার কাজ চলে কি করে।

রোহিণী তুমি গলগ্রহ, একথা আমি বলেছি?

অভয়া বলবে কেন, হাজার রকমে দেখাচ্ছ।

রোহিণী দেখাচ্ছি? ওঃ তোমার মনে মনে জিলিপির প্যাচ। তোমার মাথা ধরেছিল, আমাকে বলেছিলে?

অভয়া তোমাকে বলে লাভ কি? তুমি কি বিশ্বাস করতে?

রোহিণী শুনুন শ্রীকান্তবাবু, কথাগুলো একবার শুনে রাখুন। ওর জন্যে আমি দেশত্যাগী হলুম, বাড়ি ফেরার পথ বন্ধ, আর ওর মুখের কথা শুনুন। ওঃ—

অভয়া [সক্রোধে] আমার যা হবার হবে। তুমি যখন ইচ্ছে দেশে ফিরে যাও। আমার জন্যে কেন তুমি কষ্ট সইবে? তোমার কে আমি? এত খোঁটা দেওয়ার চেয়ে—

রোহিণী শুনুন শ্রীকান্তবাবু, দুটো রেঁধে দেবার জন্য কথাগুলো আপনি শুনে রাখুন। আচ্ছা, আজ থেকে যদি তুমি আমার জন্যে রান্নাঘরে যাও তো তোমার অতিবড়—বরঞ্চ আমি হোটেলে

[কান্নায় কণ্ঠরোধ হল। কোচার খুঁটটা মুখে চেপে দ্রুত বেগে প্রস্থানোদ্যত]

অভয়া একটা কথা শুনে যাও। [রোহিণী দাঁড়ায়] তুমি রাগ করে গেলে আমি কষ্ট পাব। তোমার কাছে আমার ঋণ চিরকালের। আমার কথায় ব্যথা পেও না। বরঞ্চ আমিই চলে যাচ্ছি। দুমুঠো আহার যোগাবার পথ আমি খুঁজে পেয়েছি। আমাকে বিদায় দাও রোহিণীদা।

শ্রীকান্ত একটা দুর্দান্ত খবর আছে। (দু'জনে চমকে ওঠে) রোহিণীদা সেই যে চাঁটগেয়ে আমাকে শাসিয়ে গেল—অতবড মহাপাতক জীবনে দেখিনি।

রোহিণী বিপদ কিছু?

অভয়া কে আপনাকে শাসিয়েছে? কোনো বিপদ?

শ্রীকান্ত তোমার প্রতিবেশী বর্মী মহিলার বাঙালী স্বামীটি।

অভয়া তিনি তো আজ বিকেলের জাহাজে তামাক কিনতে রংপুর গেছেন।

শ্রীকান্ত তামাক কিনতে নয়, চিরকালের মতো।

অভয়া শ্রীকান্তবাবু!!

শ্রীকান্ত মহিলার যথাসর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে। বসুন রোহিণীদা। মহাপাতকটা শেষ পর্যন্ত জাহাজঘাটে ছলনা করে মহিলার হাতের আংটিটি পর্যন্ত হাতিয়েছে। ওঃ রোহিণীদা, ইচ্ছে করছিল—

রোহিণী জাহাজ ঘাটে গিয়েছিলেন নাকি?

শ্রীকান্ত লুকিয়ে, কৌতূহল ঠেকাতে পারলাম না। মুখ বুজে এতবড় একটা অন্যায় ঘটতে দেখলাম, কথাটা বললাম না, এর অপরাধ থেকে আমি তো অব্যাহতি পাব না। আজ তোমার সামনে দাঁড়াতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে অভয়া।

অভয়া [উঠে দূরে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে থাকে]

রোহিণী অভয়া।

অভয়া শ্রীকান্তবাবু, রোহিণীদা লোকটাকে ধরে আনা যায় না ?

শ্রীকান্ত জাহাজ ছেড়ে গেছে।

অভয়া পুলিশকে জানিয়ে ? লোকটা চোর, খুনী।

শ্রীকান্ত আর হয় না।

অভয়া আমি তো দেখেছি শ্রীকান্তবাবু কত ভালোবাসত মেয়েটি। ছিঃ ছিঃ লজ্জায় ঘৃণায় আপনাদের ওপর—

শ্রীকান্ত যা খুশী বলো। মাথা তুলে সোজা হয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে সাহস হচ্ছে না, সে এই লজ্জা, ঘৃণার জন্যই।

রোহিণী মেয়েটির কোন অপরাধ ছিল না।

অভয়া প্রতারক নীচ পুরুষজাত। অপরাধের ছল দেখানোরও প্রয়োজন হয় না। ঘর বাধবার কী সাধ মেয়েটির। আর কী নিষ্ঠুর, কুৎসিত ওরা। শ্রীকান্তবাবু ওর যদি তেজ আপনি দেখতেন, ওর ভালোবাসা যদি দেখতেন।

শ্রীকান্ত দেখেছি অভয়া, আমি জানি।

অভয়া আচ্ছা শ্রীকান্তবাবু, পুরুষ যে এমন করে ঠকায়, সে কি আমরা আমাদের সস্তায় বিকিয়ে দিই বলে ?

শ্রীকান্ত তোমার কথাগুলো আমাকে চমকে দেয় অভয়া। স্বামী স্ত্রী, এর মধ্যে বিকিয়ে দেবার ব্যাপারটা বুঝি না।

অভয়া বুঝলেও নিজের জাতের পক্ষ নিচ্ছেন শ্রীকান্তবাবু। ওই যে বর্মী মেয়েটি, যে তেজে নেশাখোর পুরুষের হাত থেকে মর্যাদা রক্ষা করল, সেই তেজে যদি স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়াত, পুরুষটা সাহস পেত না প্রতারণা করতে।

শ্রীকান্ত তোমাকে আমার ভয় করে।

রোহিণী আমিও একমত শ্রীকান্তবাবু—

অভয়া আপনি তো লেখেন শ্রীকান্তবাবু। লিখুন না ওকে নিয়ে একটা লেখা। লিখুন না ওই পুরুষটা আরও প্রতারণা করে বিপদে পড়েছে। মেয়েটিকে উঁচুতে বসিয়ে দিন। উঁচু মাথা এক নারী। পুরুষটাকে অপরাধীর মতো টেনে এনে ফেলে দিন ওর পায়ে, ওর ক্ষমা না হলে পুরুষটার নিস্তার নেই। অজস্র পুরুষ দেখুক তাকিয়ে। ওর তেজ আর করুণা, দেখে তারা মাথা নীচু করুক; বিচার হোক শ্রীকান্তবাবু—

শ্রীকান্ত অভয়া, অভয়া আমি লিখেছি, আমি সে লেখাই লিখছি। তোমার স্বামী এসেছিল।

অভয়া কোথায় সে শ্রীকান্তবাবু?

শ্রীকান্ত এখানেই। কিন্তু সেও একটা মহাপাতক। সে চুরি করেছে; তোমাকে প্রতারণা করে ঘর বেধেছে এখানে। অপরাধের বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে সাধু সাজছে।

অভয়া শ্রীকান্তবাবু!? [দু'কান চেপে ধরে]

শ্রীকান্ত ওকে বলেছি তোমার কাছে মাপ চাইতে। তোমার মাপ করা চিঠি না পেলে ওকে ক্ষমা করব না। মহাপাতকটা আসবে তোমার কাছে, দীনের মতো, অপরাধীর মতো। [অভয়া অশ্রুপ্লুতা] তোমার জ্বালা আমি বুঝি অভয়া। তুমি পারবে মাপ করতে?

রোহিণী পারবে অভয়া?

শ্রীকান্ত অভয়া, পারবে? [বাইরে কণ্ঠস্বর—'অভয়া']

অভয়া কে?! শ্রীকান্তবাবু, রোহিণীদা, কে ডাকে নাম ধ'রে?

[পুনর্বার—'অভয়া']

শ্রীকান্ত বোধহয় এসে গেছে।

রোহিণী অভয়ার স্বামী ?

শ্রীকান্ত আমরা যাই, চলুন রোহিণীদা [দ্রুত প্রস্থান]

[অভয়ার স্বামীর কণ্ঠস্বর—"আসতে পারি ?"]

অভয়া কে ? কার গলা ! ! [অভয়া বিচলিত] আট বছর পর ! !

রায় আমি, অভয়া [বলতে বলতে প্রবেশ]

[অভয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। রায় অস্বস্তি পায়]

আমাকে চিনতে পারলে না অভয়া ? আমি গো আমি,—

অভয়া তুমি পেরেছ ?

রায় পারব না ? তোমাকে একবার দেখলে যথেষ্ট।

অভয়া আট বছর পর স্ত্রীকে মনে পডল ?

রায় আমাকে ক্ষমা কর অভয়া।

অভয়া কেন আমাকে ত্যাগ করেছ ? তোমার যোগ্য নই ?

রায় আমার যোগ্য নও কি ! যে কোন পুরুষের কাছে তুমি যোগ্য। আমিই বরং যোগ্য নই।

অভয়া আমি চরিত্রহীন ?

রায় তুমি সতী লক্ষ্মী—

অভয়া তবে কেন আটবছর ধরে কষ্ট দিয়েছ ?

রায় অভয়া, কী যে একটা ভূত ঘাড়ে চেপেছিল। এ লজ্জা আর দিও না অভয়া। তোমাকে নিতে এসেছি।

অভয়া কোথায় নেবে ? সতীনের সংসারে ? বিয়ে করেছ ?

রায় সে শুধু বর্মীদের ভয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। ক্ষমা করো অভয়া। করজোড়ে ক্ষমা চাইছি। চল আমার ঘরে।

অভয়া যেখানে ভালোবাসা নেই, মর্যাদা নেই, সে ঘরে নয়।

রায় তোমাকে চিরকালই ভালোবাসতাম। আমি যে তোমার

কাছে নিষ্ঠুর হয়েছি, সে বর্মীদের অত্যাচারে, প্রাণের ভয়ে, বিশ্বাস কর।

অভয়া বিশ্বাস করার মতো নয়।

রায় আমি তোমার স্বামী। স্বামীর কথা বিশ্বাস কর।

অভয়া আমি তো বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম। তুমিই বিশ্বাসের মূল্য দিলে না। তুমি ঠকিয়েছ আমাকে।

রায় যা বল এখন সহ্য করব। অপরাধ করেছি। শাস্তি দাও। ঘরে চল।

অভয়া শ্রীকান্তবাবুকে চেনো?

রায় তিনিই তো তোমার খোঁজ দিলেন।

অভয়া তুমি চুরি করেছ?

রায় বাঙালী বিদ্বেষ, বাঙালী বিদ্বেষ। সাহেবরা আর বর্মীরা মিলে এদেশে চিরকালই' বাঙালী নিধন করে। শ্রীকান্তবাবু ছিলেন, তাই রক্ষে। তা আবার দেখ কী ফ্যাচাং। বড়ো রসিকলোক শ্রীকান্তবাবু। তোমার চিঠি নিয়ে যেতে হবে। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ লেখা চিঠি।

অভয়া স্ত্রীর কাছে মাপ চাইতে পৌরুষে লাগছে না?

রায় না। আমি যে অপরাধ করেছি। এ আমার শাস্তি। তোমার ক্ষমা আমার প্রায়শ্চিত্ত। [অভয়া বিচলিত হয়]

অভয়া তোমার কথা সত্যি হোক, শুধু এইটুকু নিয়ে সব জ্বালা সহ্য করেও বাঁচতে পারব।

রায় চলো, অভয়া, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে চলো। [হাত বাড়ায়]

অভয়া চলো। [প্রসারিত হাতে হাত ধরে] [আলো নিভে যায়।]

সপ্তম দৃশ্য

[মূল মঞ্চে একটা পৈঠা। সম্মুখ মঞ্চের একটা পাশে 'স্পট'-এ ধৃত আরেকটা পৈঠা। এই উপমঞ্চের পৈঠার ওপর উদ্ধতদৃষ্টি, দৃপ্তভঙ্গী অভয়া দাঁড়িয়ে। হাতে একগাছা বেত নিয়ে দাঁড়িয়ে তার স্বামী]

অভয়া আমি জ্ঞানত কোন অপরাধ করি নি।

রায় সে বিচার করব আমি। মেয়েমানুষের এত স্পর্ধা।

অভয়া আমি তোমার বিয়ে করা স্ত্রী। স্ত্রী স্বামীর কাছে এসেছি।

রায় কে তোকে অনুমতি দিল ?

অভয়া স্বামীর কাছে স্ত্রী আসবে, অনুমতি কিসের ?

রায় চুপ কর, লম্বা লম্বা কথা, অধিকার ফলাচ্ছে। পরপুরুষ রোহিণীর সঙ্গে সাগর মাড়িয়ে এসেছিস স্বামীর খোঁজে ? সতীত্ব ফলাচ্ছিস্—? বেবুশ্যে মেয়েছেলে। শ্রীকান্ত ব্যাটার সঙ্গে অত দহরম্ মহরম্ কিসের ?

অভয়া [দু'কান চেপে ধরে] তোমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়বে।

রায় তার আগে তোর মাথায় পড়ুক। [বেতের প্রহার]

অভয়া প্রতারক, কুৎসিত, নীচ।

রায় তুই আর শ্রীকান্ত ব্যাটা ষড়যন্ত্র করে যতটুকু মাপ চাইয়ে পাপ করিয়েছিস্ এই নে, তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। [বেত মারে]

অভয়া মার, মার। আমি কোন অপরাধ করি নি। কোন অপরাধ করিনি।

রায় (প্রভুর মত দাঁড়ায়) তোর অপরাধ নম্বর এক—তুই ভুলে গেছিস তুই মেয়েমানুষ ; আমার বিয়ে করা দাসী। দুই—তুই স্বামীকে দিয়ে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইয়েছিস্। অপরাধ নম্বর তিন—তুই চরিত্রহীন। পরপুরুষের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিস্।

এই একগাদা অপরাধের বিচার শোন্—এই মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি—[বেতটা ছুঁড়ে মারে] কুলটা, বেবুশ্যে।

[প্রস্থান]

[অভয়া পৈঠা থেকে নামে। দৃঢ় দৃপ্ত পদে 'স্পটে' ধৃত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে হেঁটে হেঁটে মূল মঞ্চে গিয়ে পৈঠার ওপর দাঁড়ায়। মঞ্চে ছিল অন্ধকার। আলোকিত ছিল অভয়া।—একটা আলোর শিখার মতো অন্ধকার ফেড়ে সে চলেছে। এবার মঞ্চে স্বাভাবিক আলো ফিরে আসে]

[শ্রীকান্তের কণ্ঠ—'রোহিণীদা।' মঞ্চে প্রবেশ করে]

শ্রীকান্ত এ কি? অভয়া' তুমি! (ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) কেন চলে এসেছ? দু'রাতও থাকতে পারলে না? [অভয়া নীরব, দৃষ্টিতে আগুন যেন] কী মোহে এখানে যে স্বামী ছেড়ে চলে এলে? ছিঃ ছিঃ অভয়া, তুমি—

অভয়া আপনারা পুরুষরা এছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না, না শ্রীকান্তবাবু? দেখুন, আপনাদের পুরুষ জাতের আদরের চিহ্ন দেখুন—

[বাম বাহু আঁচলে আবৃত ছিল। আঁচল তুলে দেখাল। চামড়ার ওপর কেটে কেটে দাগ বসেছে]

শ্রীকান্ত বেত!

অভয়া স্বামীর হাতের বেত। তিনি যে আমার স্বামী, আমি যে তার বিয়ে করা দাসী—এ তারই একটু চিহ্ন। আমার স্বামী-ভালোবাসার, সতীধর্মের পুরস্কার। এমন চিহ্ন আরও অনেক আছে যা আপনাকে দেখাতে পারলাম না।

শ্রীকান্ত অভয়া!

অভয়া স্ত্রী হয়েও স্বামীর বিনা অনুমতিতে এতদূরে এসে তার শাস্তি

ভঙ্গ করেছি। দাসীর এত বড় স্পর্ধা পুরুষ মানুষ সইতে পারে না। এ সেই শাস্তি।

শ্রীকান্ত লোকটা পশু—

অভয়া না; স্বামী। সে জন্যেইত তার কাছে আমার অপরাধের শেষ নেই। কৈফিয়ৎ চাইলেন, কেন পরপুরুষের সঙ্গে এসেছি। আমি চরিত্রহীন, কুলটা—

শ্রীকান্ত এত নীচ—

অভয়া খুব অবাক হচ্ছেন, না শ্রীকান্তবাবু। আরো আছে, দাসীর কাছে প্রভু ক্ষমা চেয়ে যে পাপ করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করল বেত মেরে, আর অন্ধকার রাতে ঘরের বাইরে বার করে দিয়ে।

শ্রীকান্ত জানোয়ার—ওকে—ওকে আমি—

অভয়া এই শুনেই আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন শ্রীকান্তবাবু—অথচ সে কিন্তু আমাকে বেত মেরে আনন্দই পেয়েছে—

শ্রীকান্ত ওকে আমি খুন করব—

অভয়া তাতে একজন অভয়াকে হয়ত বাঁচাতে পারলেন কিন্তু প্রতিদিন যে হাজার অভয়া মরছে, তাদের কি করে বাঁচাবেন শ্রীকান্তবাবু—

শ্রীকান্ত [নীরব]

অভয়া কই জবাব দিন? আমি জানি শ্রীকান্তবাবু আপনি কি ভাবছেন —যে অসহায় ভীরু গ্রাম্য মেয়ে অভয়াকে জানতেন—এত সে নয়—এ প্রগলভা নারীকে ত চেনেন না, তাই না শ্রীকান্তবাবু? এর পরও কী স্বামীর ঘরে আমাকে পড়ে থাকতে বলবেন? স্বামীর দয়া পাওয়ার আশায় তার দু'পা জড়িয়ে ধরে যদি চোখের জলে ভাসিয়ে দিতাম, তাহলে কী খুশি হতেন? বলুন শ্রীকান্তবাবু, চলে এসে কি খুব অন্যায় করেছি?

শ্রীকান্ত	না তা বলছি না—কিন্তু।

অভয়া	দেখলেন ত আপনিও কিন্তু-তে এসে থেমে গেলেন অথচ একটু আগে আপনিই না উত্তেজিত হয়েছিলেন—

শ্রীকান্ত	মনুষ্যত্বের এতবড় অবমাননা দেখেও যদি চুপ করে থাকি অভয়া—তবে নিজেই যে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব—

অভয়া	প্রতিবাদ করতে আমি নিষেধ করছি না শ্রীকান্তবাবু—আত্ম-দোষ স্খালনের এত বড় সুযোগ থেকে আপনাকে বঞ্চিত করতে আমি চাই না। প্রতিবাদ করুন, খুব জোরেই করুন—তাতে অত্যাচার হয়ত কিছুটা কমবে। পীঠের উপর বেতের দাগটা তেমন করে হয়তো আর দেখা যাবে না কিন্তু চোখের আড়ালে অত্যাচারের যে দহনক্রিয়া অহরহ চলবে শুধু প্রতিবাদ করে তাকে ত ঠেকানো যাবে না শ্রীকান্তবাবু—

শ্রীকান্ত	কিন্তু ঘর, সংসার, স্বামী এগুলিত মিথ্যা নয় অভয়া।

অভয়া	মিথ্যা আমি বলছি না। কিন্তু প্রেম-স্বামী, ভালোবাসা, শান্তির সংসারের স্বাদ এ জীবনে যে পেল না তার কাছে এ সবের কোন মূল্য আছে? লাঞ্ছনা, আর অপমান ভিন্ন যার জীবনে লাভ হল না—তার মরুময় হৃদয়ের সান্ত্বনা কোথায় শ্রীকান্ত বাবু? (তীব্র বিদ্বেষে চোখ জ্বলে ওঠে) স্বামী যখন মিথ্যা দিয়ে ভোলায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে প্রতারণা করে, বেত মেরে কর্তৃত্ব খাটায় তারপরেও কি তাকে স্বামী বলে মানতে হবে? বিয়ের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্যের দায়িত্ব তারপরেও বজায় থাকে? এক রাতের বিবাহ আসরের কয়েকটা শ্লোকের জোর কি এত বেশী যে তাকে ছিন্ন করা যাবে না? মানুষের জীবন বড় না একটা অনুষ্ঠান বড়? বলুন শ্রীকান্তবাবু—চুপ করে থাকবেন না।

শ্রীকান্ত এর উত্তর আমার জানা নেই অভয়া।

অভয়া কিন্তু কোনো স্ত্রীর অত্যাচার স্বামী যদি সহ্য করতে না পারে? কোনো স্ত্রী যদি নিরুদ্দিষ্ট হয় তাহলে আপনি একথা বলতে পারতেন না—স্বামীর ক্ষেত্রে সমাধানের পথটা আপনাদের কাছে খুবই সহজ। যত কঠিন তা শুধু স্ত্রীর বেলায়—নারীর ক্ষেত্রে—

শ্রীকান্ত তোমার কথা হয়ত সত্য অভয়া। এতদিন যা সত্য বলে জেনে এসেছি তাকে তোমার মতো বিচার করে জেনে নেওয়ার সুযোগ হয় নি—

অভয়া সত্য এক জায়গায় স্থির থাকে না শ্রীকান্তবাবু—জীবনের হাত ধরে সে এগিয়ে চলে, সেজন্যেই পৃথিবীটা এখনো মনুষ্য বাসের উপযুক্ত রয়েছে, ভালো মন্দ, সুখ দুঃখকে মানুষ মেনে নিতে পারছে। সেই আশায় আমিও সব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলাম, সব ছেড়ে মন প্রাণ দিয়ে স্বামীর ঘর করতে চেয়েছিলাম, স্বামীর ভালো মন্দকে নিজের ভালো মন্দ বলে ভাবতে রাজি ছিলাম। কিন্তু অত্যাচারের বন্যা এসে আমার সব সঙ্কল্পকে খরকুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আমার এই চরম দুঃখের আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

শ্রীকান্ত তোমার মনের সত্যকে আমি শ্রদ্ধা করি অভয়া। তবু একটা প্রশ্ন করি—স্বামীকে যত দিন সন্ধান করে পাওনি, আশা ছিল স্ত্রী তুমি, স্বামী পাবে। আজ পেয়েও যখন সব বন্ধ হয়ে গেল, এখন তুমি কি করবে?

অভয়া আমি বুঝেছি শ্রীকান্তবাবু। তার আগে বলুন স্পষ্ট করে, স্বামী যে এত বড় অপরাধ করেছে, সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাটা জীবন জীবন্মৃত হয়ে থাকাটাই কি নারী জন্মের চরম সার্থকতা।

শ্রীকান্ত [নীরব]

অভয়া একজন নির্দয়, প্রতারক, চরিত্রহীন স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিল বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে যাবে ? এর প্রতিকার নেই ? কোনো উপায় নেই ?

শ্রীকান্ত উপায় ?

অভয়া উপায় আছে শ্রীকান্তবাবু যে উপায় পুরুষের জন্যে আছে, নারীর জন্য তা থাকবে না কেন ? আমাকে বিয়ে করেছে যে পুরুষ তার কাছে না এসেও আমায় উপায় ছিল না, আর এসেও আমার উপায় হল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলে পুলে, তাঁর ভালোবাসা কিছুই আমার নিজের নয়। তবুও তারই কাছে একটা গণিকার মতো পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে ফলে ভরে উঠে সার্থক হতো শ্রীকান্তবাবু ? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন বয়ে বেডানোই কি আমার নারী জন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা ? একটা মিথ্যাকে সত্য বলে যদি স্বীকার না করি তাতে অন্যায়টা কোথায় ? আপনি লেখক। আপনি ভগবানের মতো কৃপণ নন। আমার জীবনের পরিণতি নিয়ে একটা গল্প লিখুন শ্রীকান্তবাবু।

শ্রীকান্ত আমার কলমটাকে তুমিই তোমার সত্যের পথে চালিয়ে নাও অভয়া।

অভয়া আপনি লিখুন শ্রীকান্তবাবু অভয়া রোহিণীবাবুকে বিয়ে করুক।

শ্রীকান্ত অ—ভ—য়া !

অভয়া চমকে উঠলেন কেন ? একটা রাতের অনুষ্ঠান যত বড়ই হউক জীবনটা তার থেকে অনেক বড়। একটা রাতের বিবাহ অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের কাছে স্বপ্নের মতো মিথ্যে হয়ে গেছে, তাকে জোর করে সারাজীবন সত্যি বলে খাড়া

রাখবার জন্ম এই এতবড় ভালোবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দেব ? রোহিণীবাবুর ভালোবাসা আপনার অজানা নেই, তাঁর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই, তাঁর ভালোবাসার মধ্যে কোন মিথ্যা নেই, কোন গ্লানি নেই। সারা জীবন ধরে সে শুধু আমাকে ভালোবেসেই গেল, কখনো কিছু দাবী করল না— তুচ্ছ একটা অনুষ্ঠান হলো না বলে তাকে আমি অস্বীকার করব কোন অধিকারে ? তাঁকে অপমান করে ফিরিয়ে দেবার সাহস আমার যেন কোনদিন না হয়। শ্রীকান্তবাবু—তাঁর ভালো-বাসার মর্যাদা রাখতে পারি যেন।

শ্রীকান্ত তোমাকে উপদেশ দেই এমন স্পর্ধা আমার নেই। অনেক মূল্য দিয়ে যে সত্যকে তুমি জেনেছ তার থেকে বড কোন সত্যের সন্ধান আমি জানি না—তোমার সত্যের পথ ধরেই তুমি যেন জীবনকে জয় করে নিতে পার, এই কামনা করি।

অভয়া আমাদের যে সন্তান হবে এই পৃথিবীতে সে বেশ সম্মানের সাথে বেঁচে থাকবে, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটাকে তাঁরা দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না। তাঁদের দিয়ে যাবার মতো জিনিস তাঁদের বাপ মায়ের হয়ত কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাঁদের মা তাঁদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তাঁরা সত্যের মধ্যে জন্মেছে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাঁদের আর কিছু নেই। —কোনো গ্লানি, কলঙ্কের স্পর্শ তাদের গায়ে লাগবে না। কোনো অপমানের বোঝা তাদের উপর সমাজ যেন না চাপাতে পারে—আপনি তার সাক্ষী রইলেন—

শ্রীকান্ত কোনো সমাজ যদি তা করার ধৃষ্টতা দেখায় তাতে সে সমাজেরই ক্ষতি হবে। এই পৃথিবীর আলো বাতাস তোমাদের সন্তানের কাছ থেকে যদি দূরে সরিয়ে নেয়, তাদের আপন

করে নিতে যদি সমাজ কুণ্ঠিত হয় তবে জগতের কাছে সে সমাজই ছোট হয়ে থাকবে। মানুষের জন্মের পরিচয়টা বড় নয়, মানুষের মধ্যে সত্যিকার মানুষ হওয়াটাই বড়। জীবনের দুঃখ সুখের চরম সার্থকতা এইখানেই।

অভয়া   আপনার লেখায় তাই যেন হয়। আপনার গল্পে অভয়া যেন একজন সাধারণ নারী হয়ে থাকে। পতি সেবার চরম ত্যাগ আর তিতীক্ষার আত্মহনন আর পীড়নের মাঝে তাকে মহীয়সী করবেন না। অভয়া মহীয়সী হতে চায় না। একজন সামান্য নারী হয়ে থাকতে চায়। একজন সাধারণ নারী বলেই যেন জগৎ তাকে জানে।

শ্রীকান্ত   তোমার আশাই যেন সত্য হয়। সজল মেঘের ভরা ফসলে আর সোনা গলা রোদের স্বপ্নে যে জীবন পূর্ণ হয়ে উঠেছে আমার কলমটা যেন সেই পথেই এগিয়ে চলে।

।। পর্দা নামে ।।